শ্রীগিরিশচন্দ্র

উৎসর্গ

—:*:—

পণ্ডিতপ্রবর মাননীয়

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

সহৃদয়েষু —

মহোদয়,

এই নাটকখানি মহাশয়ের আদেশে রচিত। পরীক্ষার্থে সবিনয়ে মহাশয়কে অর্পণ করিলাম। কঠিন পরীক্ষা। পঠদ্দশায়, উচ্চ-প্রতিভায়, সহযোগিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরাশ করিয়াছিলেন। সংসার-পরীক্ষায়, উত্তরোত্তর নিজ গৌরব বর্দ্ধন পূর্ব্বক বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তবে নট ও নাট্যকারের উৎসাহবর্দ্ধন মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ। যৌবনাবস্থায়, রঙ্গমঞ্চ হইতে "নিমচাঁদ" রূপে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে, মহাশয়ের প্রথম দর্শন পাই। তদবধি আমি মহাশয়ের অনুকম্পাভাজন। সেই অনুকম্পাই, এস্থলে আমার উকীল। বিচারপ্রার্থীর অবস্থায়, মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত—

অনুগত

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চরিত্র

পুরুষ

করুণাময় বসু	...	গৃহস্থ ভদ্রলোক।
রূপচাঁদ মিত্র	...	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
দুলালচাঁদ	...	ঐ চরিত্রহীন আহ্লাদে পুত্র।
মোহিতমোহন মিত্র	...	করুণাময়ের বড় জামাতা।
ঘনশ্যাম ঘোষ	...	করুণাময়ের ধনাঢ্য প্রতিবেশী।
কিশোর	...	ঘনশ্যামের পুত্র।
কালীঘটক	...	ঘটক।
রমানাথ	...	মোহিতের দূরসম্পর্কীয় মাতুল।
নলিন	...	করুণাময়ের পুত্র।
মুকুন্দলাল সরকার	...	করুণাময়ের মধ্যম জামাতা।
মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্ক	...	মুকুন্দলালের প্রথমপক্ষের পুত্রদ্বয়।
রামলাল	...	ঘনশ্যামের জামাতা (ভাবিনীর স্বামী

বান্ধবসমিতির সভ্যগণ, উকীল, ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার, পুরোহিত মুদী, গোয়ালা, সন্দেশওয়ালা, শালওয়ালা, বেলিফ, পানওয়ালা, হীরে, ছদ্মবেশী অন্ধ ও খঞ্জ, পরামাণিক, পাহারাওয়ালাগণ, বরযাত্রী ও কন্যা-যাত্রীগণ, উড়ে বেহারাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সরস্বতী	...	করুণাময়ের স্ত্রী।
যশোমতী	...	রূপচাঁদ মিত্রের স্ত্রী।
রাজলক্ষ্মী	...	ঘনশ্যামের স্ত্রী।
জোবি পাগ্‌লী	...	রমানাথের অপরিচিতা স্ত্রী।
মাতঙ্গিনী	...	মোহিতমোহনের মাতা।
কিরণ্ময়ী	...	ঐ প্রথমা কন্যা।
হিরণ্ময়ী	...	ঐ দ্বিতীয়া কন্যা।
জ্যোতির্ম্ময়ী	...	ঐ তৃতীয়া কন্যা।
ভাবিনী	...	ঘনশ্যামের কন্যা।

প্রতিবেশিনীগণ, রামী ঘটকী, ঝিগণ, কলুবউ, গোয়ালিনী, নীচজাতিয়া স্ত্রীগণ, ছদ্মবেশিনী বিধবা ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

"বলিদান"

১৩১১ সাল, ২৬শে চৈত্র, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

সত্ত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।
ডাইরেক্টার	...	স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষক	...	" গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি।
অধ্যক্ষ	...	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	স্বর্গীয় শ্যামাচরণ কুণ্ডু।

পণ্ডিতবর রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই নাটকের গীতগুলির সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন।

প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ—

করুণাময়	...	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
রূপচাঁদ	...	" অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি।
দুলালচাঁদ	...	" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
মোহিতমোহন	...	" ক্ষেত্রমোহন মিত্র।
ঘনশ্যাম	...	" মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)
কিশোর	...	" অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কালীঘটক	...	" জীবনকৃষ্ণ পাল।
রমানাথ	...	" মন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু)।
নলিন	...	" ধীরেন্দ্রনাথ।
মুকুন্দলাল	...	" অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
ইন্‌স্পেক্টার	...	" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
উকীল	...	" জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়।
সরস্বতী	...	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
যশোমতী	...	" সরোজিনী।
রাজলক্ষ্মী	...	" নগেন্দ্রবালা।
জোবি	...	" সুশীলাবালা।
মাতঙ্গিনী	...	" সুধীরাবালা (পটল)।
কিরণ্ময়ী	...	" কিরণবালা।
হিরণ্ময়ী	...	" চারুবালা।
জ্যোতির্ম্ময়ী	...	" মনোরমা।
ভাবিনী	...	" পান্নাসুন্দরী।
করুণাময় বসুর ঝি	...	" চপলাসুন্দরী।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক। উৎকৃষ্ট কাগজে ও নূতন অক্ষরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনব সংস্করণ। "বিল্বমঙ্গল" পাঠে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"বিল্বমঙ্গল, সেক্‌সপীয়ারের উপর গিয়াছে। আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।" সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিতেন, "গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যের নাটকাবলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানে কয়েকজন নাট্যামোদী বাঙ্গালী একত্রে বাস করেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে "বিল্বমঙ্গল" নাটক অভিনয় করিয়া থাকেন। ফলতঃ সাগরের উপমা যেমন সাগর, "বিল্বমঙ্গলের" উপমা তেম্‌নি "বিল্বমঙ্গল"। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ প্রচারের জন্য মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

জনা। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বান্তর্গত উপাখ্যানালম্বনে পৌরাণিক নাটক। এমন নাট্যামোদী নাই, যিনি "জনা"র অভিনয় দেখেন নাই এবং এমন নাট্যশালাও নাই, যথায় "জনা"র অভিনয় হয় নাই। "জনার" তুলনা "জনা", যেমন 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা'! সাধারণের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে অতি উৎকৃষ্ট কাগজে স্বতন্ত্রাকারে "জনা"র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য ১৲ এক টাকা।

গৃহলক্ষ্মী। এই সামাজিক নাটকখানি বঙ্গনাট্যসাহিত্যে নাট্য-সম্রাটের শেষ দান। যদিও গ্রন্থকার ইহার অভিনয় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; তথাপি বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি ও নাট্য-সৌন্দর্য্যে "গৃহলক্ষ্মী" অতি অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অত্যুজ্জ্বল রত্নরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। নাট্য-সম্রাটের যৌবনের এবং শ্মশানশয্যার দুইখানি হাফটোন ছবি হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ফুরাইয়া আসিল। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রতিধ্বনি। গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় কবিতা সংগ্রহ।

সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। "হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ," "আঁধার," "ধুতুরা" প্রভৃতি কবিতার তুলনা নাই। উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই, মূল্য ৸৹ বার আনা।

তপোবল। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক নাটক। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়া, মিনার্ভা থিয়েটারে মহা-সমারোহে এই মহানাটকের সতেজে অভিনয় চলিতেছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

অশোক। শুধু ভারতবর্ষে নহে, এসিয়ায় নহে, সমগ্র পৃথিবীতে অশোকের ন্যায় প্রতাপশালী, অশোকের ন্যায় প্রতিভাবান্‌, কর্ম্মবীর, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রাণ, সমদর্শী সম্রাট্‌ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই পুণ্যশ্লোক অশোকের চরিত্র, নাট্যাচার্য্যের সূক্ষ্ম তুলিকায় কিরূপ পরিস্ফুট,—তাহা একবার পরীক্ষা করুন। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শঙ্করাচার্য্য। অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্‌ শঙ্করা চার্য্যের লীলাবলম্বনে এই দেবনাটক বিরচিত। শঙ্করাচার্য্যের কঠোর ঘটনাবলী মহাকবি তাঁহার কোমল তুলি-স্পর্শে অমৃতময় করিয়া নাট্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার যশোগানে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ মুখরিত। পরিচয় প্রদান নিস্প্রয়োজন,—প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ সূর্য্য দেখায় না। মূল্য ১৲ এক টাকা।

ঝক্‌মারী সামাজিক প্রহসন। মাম্‌লা-মকদ্দমায় বাঙ্গালীর সংসার কিরূপ দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে রঙ্গ-রহস্যের আবরণে সেই শোচনীয় দৃশ্য অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। শিক্ষার সহিত প্রবল হাস্যরসের মণিকাঞ্চন-সংযোগ হওয়ায়, যাত্রার দলেও এই প্রহসন, প্রশংসার সহিত অভিনীত হইতেছে। মূল্য ।৹ চারি আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, নং ২০১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বলিদান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

করুণাময়ের অন্তঃপুর-সংলগ্ন বহির্ব্বাটীর ঘর।

করুণাময় ও সরস্বতী।

সর। এখন কেমন আছ ?

করুণা। ভাল, কিরণ কোথা ?

সর। কাল সমস্ত রাত তোমায় বাতাস করেছিল, এই ভোরের বেলায় আমি তারে একটু শুতে বলেছি ; যাবে না, আমি তারে জোর ক'রে পাঠিয়েছি।

করুণা। কিরণ আমায় বাতাস কচ্ছিল, আমি কি করেছি জান ?

সর। কাল তোমার বড্ড অসুখ গিয়েছে, সমস্ত রাত ছট্‌ফট্‌ করেছ।

করুণা। আমি বাপ হ'য়ে তার মৃত্যু-কামনা করেছি।

সর। ছিঃ ছিঃ—ও কথা মুখে এনো না। কিরণকে তুমি যা ভাল-বাস, আমি তা বাসি না।

করুণা। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, সত্যই মৃত্যু কামনা করেছি। কিরণ আমাদের শত্রু, কিরণ হ'তে সর্ব্বনাশ হবে। ওঃ কন্যাদায় —কন্যাদায় ! গৃহস্থ-ঘরে কি সর্ব্বনাশ !

সর। তুমি কেন আর অত ভাব্‌ছ, বর কি আর জুট্‌বে না?

করুণা। ওঃ কি চমৎকার! যে কিরণকে আপিসে কাজ কর্‌তে কর্‌তে মনে হ'তো, ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি, যে কাছে না বস্‌লে আমার খাওয়া হতো না, যার প্রফুল্ল মুখ দেখে আমার সাধ মিট্‌তো না, সেই কিরণ সাম্‌নে এলে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়।

সর। হ্যাঁগা তোমার সব বাওচাল্লি! তুমি অত ভাব কেন? মেয়ে কি কারো হয় না? বর কি আর জুটবে না?

করুণা। মেয়ে হয়, কিন্তু এমন স্নেহ-পুত্তলি মেয়ে আর কার আছে? আহা! কিরণ আমা ভিন্ন জানে না। এই বালিকা, আমার একটু অসুখ দেখে সমস্ত রাত বাতাস করেছে, আমার মুখ ভার দেখ্‌লে কিরণের চোখে জল আসে, সেই কিরণকে আমি কার ঘরে বিলিয়ে দেব! ওঃ দুনিয়ায় টাকাই সর্ব্বস্ব! হায় হায়, যদি বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থের সঙ্গে বিবাহ-প্রথা চলন হয়, তা হ'লে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু সমাজ তা কি দেবেন? ধর্ম্মভীতু সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উথাপন হ'লে নাক সেট্‌কান, এ দিকে যে ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ, তা দেখেন না! ওঃ কিরণ আমার কণ্টক হ'লো!

সর। অত ভাব্‌ছ কেন? আমাদের যেমন অবস্থা, তেমনি ঘর-বর দেখে সম্বন্ধ করো। গেরস্থ ঘর হয়, আনে নেয় খায়, ছেলেটি পড়াশুনা করে, কানা খোঁড়া না হয়, তা হ'লেই হ'ল।

করুণা। গেরস্থ ঘর, আনে নেয় খায়, ছেলেটি পড়া-শুনা করে, কানা খোঁড়া নয়, তার দর জানো? পাঁচ হাজার টাকা! আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

সর। হ্যাঁ, পাঁচ হাজার টাকা! মেয়ের বিয়ে কেউ আর দিচ্ছে না—

করুণা। তুমি ও বিয়ে দিতে চাও—দাও। ঘটক তিন চারিটি সম্বন্ধ এনেছে।

সর। তা বেশ, ওরই মধ্যে দেখে শুনে একটি দাও না।

করুণা। আগে সম্বন্ধটাই শোন। প্রথমটীর বাপের আড়াই কাঠা জমীর উপর একখানি বাড়ী। শুন্‌তে পাই, সেই বাড়ী বাঁধা দিয়ে দুখানি ঘর তুলেছে। আঠার বছরের ছেলে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, বাপের অন্ন ধ্বংসান আর সখের থিয়েটার করেন। তাঁর দর হাজার টাকা নগদ, হাজার টাকার গহনা, খাট-বিছানা, ঘড়ি-ঘড়ির চেন,—তিন হাজার টাকার ধাক্কা। আর একটি ছেলের বাড়ী-ঘর-দোর নেই, কল্‌কাতায় বোনের বাড়ী এসে পড়া-শুনা কর্‌ছে, এখনও একটা পাশ করে নাই, তারও খাঁই দু'হাজার টাকার কম নয়। আর একজনের বাপ চীনেবাজারের মুহুরী, শুন্‌তে পাই, দেশে বাড়ীঘরদোর আছে, কল্‌কাতায় দু'খানি ঘর ভাড়া ক'রে বাপ-বেটায় থাকেন। ছেলেও নাকি দিনকতক বাদে বাপের সঙ্গে চীনেবাজারে বেরোবেন। ছেলেবেলায় ব্যামো হ'য়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, ইংরিজি পড়াশুনো হয় নাই। এও ওজনদরে সোনা চাই, ঘড়ি-ঘড়ির চেন চাই। আর একজনের বাপ কোন্ হৌসে চাক্‌রি কত্তেন, চোর বদ্‌নাম নিয়ে বাড়ীতে ব'সে আছেন। ছেলে দু'বার পুলিশে জরিমানা দিয়েছেন, হ্যাণ্ডনোটের দালালি করেন, মাসের মধ্যে পনের দিন বাড়ী থাকেন না। তাঁর বে কর্‌তে বড় ইচ্ছা নাই, তবে এক রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব হ'লে, ঘটক ঠাকুরের প্রতি কৃপা ক'রে আর ক'নের বাপের মাথা কিনে বে কর্‌তে রাজী হ'তে পারেন। এখন দেখ,—কোন্ পাত্র পছন্দ কর্‌বে ?

। হ্যাঁ গা, তা ঘরে ঘরে তো এই বিপদ্, কেউ কোন উপায়

করে না? এই যে কত সভা করে, কত কি করে, যা'তে লোকের জাত-কুল রক্ষা হয়, এমন কিছু কেউ করে না?

করুণা। যার ছেলে আছে, সে দাঁও ক'সে ব'সে আছে; আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মত ফ্যা ফ্যা করে, আর তার ঘরের গিন্নী, তোমার মত বলে, "হ্যাঁ গা, এর উপায় কেউ করে না গা?" যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা যাঁরা মেয়ের বে'তে খরচ কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেটীর সঙ্গে মেয়ের বে দিতে চাইলে বলেন, "আমার ছেলের এখন বে দেবার সময় নয়।" ঘটক পাঠিয়ে খুঁজ্‌ছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়্‌বে। যিনি সভায় হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়ে-ছিলুম, তাতে তিনি আমার সঙ্গে তিন দিন দেখা করেন নাই।

সর। দেখ, দোজপক্ষের বর দেখ, এমন তো সব দিচ্ছে।

করুণা। সেও বরের একটু কম বয়স হ'লে ছোট খাঁই নয়। তবে দু'টি তিনটি ছেলে থাকে, বয়স ঢল্‌কে থাকে, মাইনে হাতে মাখ্‌তে না কুলোয়, এমন বরকে দিতে চাও তো শ পাঁচেক টাকাতে হয়।

সর। না, ঘটকগুলো কোন কর্ম্মের নয়; আমি বিন্দী ঘট্‌কীকে ডাকাচ্ছি। এই যে সরকারদের মেয়ের বে দিলে, কি ন'শো পঞ্চাশ লাগ্‌লো?

করুণা। বের ছ'মাস পেরোয় নাই, বর ক্যাস ভেঙ্গে জেলে গিয়েছেন, তা তো জান? মেয়েটি এখন গলায় পড়েছে।

সর। ও অদৃষ্টের কথা।

করুণা। অদৃষ্টের কথাই বটে, যখন মেয়ে বিইয়েছ, তখন আমাদের সকলেরই পোড়া অদৃষ্ট। উমানাথের সম্বন্ধ শুনে রাগ করেছিলুম, কিন্তু আমাদের অবস্থার উপযুক্ত সম্বন্ধই সে এনেছিল।

সর। কি সম্বন্ধ শুনি?

করুণা। শুন্‌বে আর কি, তোমাদের পাড়ার হরবিলাস মিত্রের সঙ্গে সে কিরণের বে দিতে বলে।

সর। ও মা, সেই তেজপক্ষের ঘাটের মড়া! বলে কি গো! আজ মেয়ের বে দিয়ে আন্‌বো, কাল মেয়ের হবিষ্যির মালসা চড়াব!

করুণা। গিন্নি, অমন নাক সিট্‌কো না। সে যা ব'লে গেছে, খুব ন্যায্যই ব'লে গেছে। এই বাড়ীখানা আর তোমার গায়ের দু'খানা গয়না, এই না ওর মনে ধচ্ছে না, পাঁচটা খোঁজাখুঁজি ক'চ্ছ।

সর। হ্যাঁগা, তুমি ও কথা মুখে আন্‌চো কি করে?

করুণা। গিন্নি, বড় দুঃখেই মুখে আন্‌ছি। কিরণ যখন পেটে, আমি বন্ধু-বান্ধবদের বল্‌তুম, যদি মেয়ে হয় তো খাওয়াব, ছেলে হ'লে খাওয়াব না। গলাবাজি ক'রে তর্ক করেছি, ছেলে-মেয়েয় প্রভেদ কি? কি প্রভেদ—তা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি!

নেপথ্যে কালীঘটক। বোসজা মশায় বাড়ী আছেন?

করুণা। এসো, উপরেই এসো।

সর। কালী ঘটক বুঝি?

করুণা। হ্যাঁ, দোরের পাশ থেকে শোনো না, বরের বাজার কেমন।

[সরস্বতীর প্রস্থান।

(কালীঘটকের প্রবেশ)

কালী। বোসজা মশায়, তোমার আজ সুপ্রভাত! আপনি যেমন চান, তেমনটি ঠিক ক'রে এসেছি। এখন আমায় বিদেয় কি করবেন বলুন?

করুণা। কি সম্বন্ধটাই শুনি।

কালী। ছেলে কালেজে পড়্‌ছে, এন্‌টেন্সে জলপানি পেয়েছে। দোষের মধ্যে বাপ নাই। দেখ্‌তে কার্ত্তিক, দু'টি ভাই। মিন্সে

চাপা ছিল, বিষয়-আসয় যা ক'রে গেছে, তাতে তিন পুরুষ চাকরী না কর্‌লে চল্‌বে। বাড়ী, ঘর, ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমী, কোম্পানীর কাগজ। আর মাগীর তিন সুট জড়োয়া গয়না, একখানি বেচে নি, বলে দু' বউ সাজিয়ে ঘরে তুল্‌বো।

করুণা। এখন কামড় কি রকম বল?

কালী। না, সে আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। আমার মুখে মেয়েটীর কথা শুনেই মাগী ঢ'লে পড়েছে। বলে, তাঁর ঝি-জামাই, তিনি যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন। আমি তিন হাজার টাকার ভেতর সেরে দেব।

করুণা। কালী ঠাকুর, তিন হাজার টাকা যে আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

কালী। বোসজা মশায়, বলেন কি? বর বাধা রোসনাই ক'রে আস্‌বে, সে মজ্‌লিসে এক রকম সাজিয়ে-গুজিয়ে তো আপনাকে মেয়ে বার কর্‌তে হবে। আমি বল্‌ছি, এ সম্বন্ধ ছাড়্‌বেন না। যেমন ক'রে হয়, ধার-ধোর ক'রে মেয়েটীকে দেন। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আপনার ঝি-জামাই বেঁচে থাক্‌লে আর দুটীর জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। (নেপথ্য হইতে সরস্বতী দোর নাড়িল) ঐ দেখুন, বাসুকীর মাথা নড়েছে। মা, সব শুন্‌লেন তো? বোসজা মশায়ের মত করুন। আমি ঘনশ্যাম বাবুর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, তিনি আবার পূজোয় বোস্‌বেন, দেখা হবে না। যদি মত হয়, কাল গায়ে হলুদ, পর্‌শু বে। মাগী বলে, কালাশৌচ গিয়েছে, আর কুলকর্ম্ম বাকী রাখ্‌বো না। এ লগ্ন ছাড়্‌লে অকাল পড়্‌বে, তিন মাস আর কোন শুভকার্য্য হবে না।

করুণা। মত হ'লেও এত শীগ্‌গির কি ক'রে জোগাড় করি? আর অত কি ক'রে পার্‌বো? তবে আমার যেমন আওহাল, তার উপরেও মরে বেঁচে দেখ্‌তে পারি; সবই তো জানো।

[দোরের পার্শ্ব হইতে সঙ্কেত হওয়ায় করুণাময়ের দোরের নিকট গিয়া অন্তরাল হইতে সরস্বতীর সহিত পরামর্শ করণ।]

কালী। ক'ল্‌কাতা সহর—জোগাড়ের ভাবনা কি মশায়? গয়না না তোয়ের হয়, টাকা ধ'রে দেবেন। গিন্নীর গয়না দিয়ে মেয়ে সাজিয়ে বা'র কর্‌বেন।

করুণা। ওহে, সকল জোগাড়ের মূল জোগাড় হচ্চে—টাকা। আর তারা মেয়ে দেখ্‌লে না, আমি ছেলে দেখ্‌লুম না, মত কি ক'রে করি বল?

কালী। তাদের ক'নে দেখ্‌বার আবশ্যক নাই, তারা সব খবর নিয়েছে, তারা কেবল একবার এসে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে, আর সেই সঙ্গে পত্র। তার আগে আপনি ছেলে দেখে আসুন। আর খবর নেন্, পাড়ার সকলেই জানে। পাত্র ঘনশ্যাম বাবুর ছেলের সঙ্গে এক কালেজেই পড়ে, তাঁর ঠেঙে খবর নিতে পার্‌বেন।

করুণা। আচ্ছা তুমি এখন এসো। আমি তোমায় খবর দেব।

কালী। যে আজ্ঞে। (নেপথ্যে সরস্বতীর প্রতি) মা, আমি ব্রাহ্মণ, খবরদার, এ সম্বন্ধ হাতছাড়া কর্‌বেন না—কর্‌বেন না; যেমন ক'রে হোক্, বোসজা মশায়ের মত করুন। নইলে ধুনী ঘট্‌কীর হাতে পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে, সেই মেয়ে ঘরে আন্‌বে। আমি দম্‌সম্ দিয়ে এই মেয়েতে মত করিয়েছি।

[কালী ঘটকের প্রস্থান।

সর। (বাহির হইয়া) হ্যাঁ গা, তুমি এখনো হু'মত কচ্ছ? এ সম্বন্ধ ছাড়ে? বাঁধা-সাঁধা দিয়ে যেমন ক'রে হোক্, বিয়ে দাও। আর কি ভাব্‌ছো?

করুণা। গিন্নি, ভাব্‌ছি অনেক। হাতে তিনশো খানি টাকা আছে, বাকী সব ধার। ভরসার মধ্যে তালপাতার ছাউনী চাকরীটুকু। কথার ভাব বুঝেছ, দু' হাজার টাকার কম হবে না। আমি কোথেকে কি করি? দেখ, ঐ রামীর পাত্রকেই ঠিক করা যাক।

সর। কি বল্‌ছ? স্বচক্ষে যে কুঁজো, খোঁড়া, হাড়বয়াটে বর দেখে এলে!

করুণা। আচ্ছা, দোজপক্ষের পাত্রটীর কি বল?

সর। হ্যাঁ, চাল নেই, চুলো নেই, দু'দুটো সতীনপো! এ সম্বন্ধ ছেড়ে তুমি জন্মদাতা হ'য়ে এ কথা মুখে আন্‌লে কেমন ক'রে? মেয়েটা আজন্ম দুঃখ পাবে, এই কি তোমার ইচ্ছে?

করুণা। আমার আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? কাঙ্গালের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু' হাজার টাকা কর্জ্জ কর্‌লে, মনে কচ্ছ কি এ টাকা জন্মে শোধ যাবে? এক মেয়ে নিয়ে কি সগুষ্টি মজ্‌তে বলো? তার পর ছেলেটি হয়েছে, তারে মানুষ করা চাই, লেখাপড়া শেখান চাই; আজ-কালকার লেখাপড়া শেখান বড় সোজা নয়।

সর। তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তোমায় কি বোঝাব! মেয়ে হ'লে দায়ে পড়্‌তে হয়, এ তো সকলেই বরাবর জানে। তা হ'লে আমাদের সংসার-ধর্ম্ম করা ভাল হয় নাই। পেটের মেয়ে, তাকে তুমি দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিতে চাও? এখনো বাড়ী আছে, আমার গায়ে গহনা আছে। ছেলে-মেয়ের জন্য সংসার-ধর্ম্ম, ছেলে-মেয়ের জন্যই সব।

করুণা। তুমি কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে পথে বস্‌তে চাও?

সর। বরাতে থাকে, পথে বস্‌বো। কাল পথে বস্‌বো ব'লে, আজ মেয়েকে জলে ফেলে দেব কেন? তোমার যতদূর সাধ্য করো।

করুণা। তারপর আর দু'টির? মেজোটির তো এই সঙ্গে বে দিলেই হয়। দু'বছরের ছোট বড়, তবে তেমন বাড়ন্ত গড়ন নয় ব'লেই যা বলো।

সর। আর দুটি মেয়ের বরাতে যা আছে হবে। হিরণকে এখন দু' বছর রাখ্‌লে চল্‌বে। কাল্‌কের ঘরে অন্ন নেই ব'লে আজকের বাড়া ভাতে ছাই দেব কেন? বাবা বল্‌তেন, ভাল পাত্রে কন্যা দান কর্‌তে পার্‌লে, এক মেয়ে হ'তে সাত বেটার কাজ হয়। আর এমন দিন যে চিরকাল যাবে, তা নয়; এর চেয়ে ভালও হ'তে পারে, মন্দও হ'তে পারে। তুমি ব্যাটা ছেলে, বুক-ভাঙ্গা হও কেন?

করুণা। গিন্নি, আমিও ও সব কথা মনে কর্‌তুম, আমিও ও সব লোককে উপদেশ দিয়েছি। ভাল আর ছাই হবে, এই দশ বছরে দেড় শো টাকাও মাইনে হয় নাই। গিন্নি, সংসার বড় কঠিন! এ বন্ধু-বান্ধবহীন অরণ্য! আগে বুঝে না চল্লে, পরে নিশ্চয় পস্‌তাতে হবে।

সর। দেখ, পরে কি হবে, কেউ জানে না। সংসারে সুখ-দুঃখের হাত কেউ ছাড়ায় না। ভালই হোক, মন্দই হোক, ধর্ম্মের মুখ চেয়ে চল্‌তে হয়; আপনার সন্তানের শত্রু হ'য়ো না। যদি বাড়ীখানিই যায়, বদখেয়ালি ক'রে যাবে না, মেয়ের বে দিয়ে। তুমি ভেবো না, অদৃষ্টে যা আছে হবে।

করুণা। অদৃষ্টে যা আছে, তা দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—গাছতলা, গাছতলা! টাকা ধার ক'রে বে দিয়েই পার পাবে না, এক বছর তত্ত্ব-তাবাস ক'র্‌তে হবে, সেও জেনো, কম ক'রে পাঁচশো টাকার ধাক্কা।

সর। দেখ, টেনেটুনে সংসার খরচ করা যাবে। এখন মেয়ে তো পার

করো, তার পর তখন দেখা যাবে। তত্ত্বতাবাস না কর্‌তে পারো, নেই কর্‌বে।

করুণা। ভাল, যা বোঝো, আমি বাড়ী বাঁধার জোগাড় করি গে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মোহিতমোহনের বহির্ব্বাটীর উঠান।

মোহিতমোহন ও কালী ঘটক।

কালী। আপনি নিজের চক্ষে দেখে আসুন। একটি গৌন কিনে এনে পাঠিয়ে দেন, সেইটি পরিয়ে মেয়েটিকে বা'র কর্‌বো ; যদি আপনি ইহুদির মেয়ে না ঠাওরান, তখন আমায় বল্‌বেন।

মোহিত। লেখাপড়া জানে ?

কালী। আদরের মেয়ে, বিবি রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আর যে অ্যাক্টো করে, তা যদি শোনেন, তা হ'লে আপনি থ্যায়েটারে যাওয়া ছেড়ে দেবেন। বোডি গায়ে দিয়ে, বিনুনি ঝুলিয়ে, হারমোনাম বাজিয়ে যে গান করে, শুন্‌লে মনে কর্‌বেন, যেন গহরজান বায়নায় এসেছে।

মোহিত। রসিকা তো ?

কালী। নাটক পড়্‌চে, নভেল পড়্‌চে, মুচ্‌কি মুচ্‌কি একটু হাস্‌চে, মুখে পাউডার দিচ্চে, বুরুস দিয়ে সিঁথে বাগাচ্চে, আর

সিল্কের রুমালে এসেন্সো ঢেলে খালি নাকের গোড়ায় নাড়্চে। যদি হাঁড়ি-হেঁসেলের নাম করেছ, অমনি মুচ্ছো যাবে। আপনি দেখেই আসুন না। বলে—

"কাঞ্চিপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ।
ছয়দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥"

তবে গিন্নী ঠাক্রুণ বড় একটু কামড় করেন, সেইটে আপনাকে বুঝিয়ে বল্তে হবে।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাতঙ্গিনী। কি ঘটক ঠাকুর, আমার মোহিতের সম্বন্ধ করা তোমার কর্ম্ম নয়।

মোহিত। কার কর্ম্ম নয়? দিগ্‌মি ঘট্‌কীর ক'নের সঙ্গে আমার বে দেবে মনে করেছ? তা হচ্ছে না। এই মেয়ের সঙ্গে হয়, বে কর্‌বো, নইলে আমি বে কর্‌বো না, এই তোমায় এক কথায় বলে দিচ্ছি।

কালী। গিন্নী ঠাক্রুণ, কি সম্বন্ধটা এনেছি, একবার কান পেতে শুনুন। করুণাময় বোসের বড় মেয়ে, তোমায় কুল কর্‌তে হবে, নৈকুষ্যি কুলীন, যারে তোমরা মুখ্যি বলো, এই এক দফা গেল; দু'সুট গহনা—একসুট জড়োয়া, এক সুট সোনা, এক একখানা গহনা যেন শীল; ঘড়ি-ঘড়ির চেন, হীরের আংটী, খাট-বিছানা, দানসামগ্রী তো আছেই।

মাতঙ্গিনী। নগদ?

কাল ।ওইটী আট্‌কাচ্চে, ওই একটি তার গোঁ। বলে, আমার বাড়ী কুল কর্‌বেন, আমি টাকা দেব? তবে যৌতুক একখানা হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দেবে বটে।

মাতঙ্গিনী। পোড়া কপাল হাজার টাকার! মোহিতের মন হয়েছে, তাই কম-জমে রাজী হচ্ছি, দু' হাজার টাকা দিতে বল্ গে। আর সোনার গয়না আমি দু'শো ভরি ওজন ক'রে নেব। আর এখন সোনার দান-সামগ্রী হয়েছে, রূপোর চল্‌বে না। আমার পাশ-করা ছেলে, একখানা বাড়ী দিলে তবে ঠিক হয়।

মোহিত। মা, তুমি পেড়াপীড়ি কর্‌তে চাও, করো, আমি মানা কচ্ছি নে; কিন্তু যদি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও, মোহিতমোহন Bachelor থাক্‌চেন, আর কলেজ ছেড়ে বিলেত চ'লে যাচ্ছেন। মনে করেছিলুম F. A. Examine আর একবার দেব, তা হচ্চে না।

মাতঙ্গিনী। নে নে চুপ কর্। তোর আমি বড় মন্দকারী কি না? এই যে দু'বার ফেল হ'য়ে প্রথম পাশ দিতে চাস্ নি, পাশ দিয়ে কত দর বেড়েছে বল্ দেখি? তা ঘটক ঠাকুর, শোনো বলি, দু'হাজার টাকা দিতে বল গে যাও। মোহিত যে ফেল্ হলো, নইলে আমি বাড়ী না নিয়ে ছাড়্‌তুম না। মোহিতের পছন্দ হয়েছে, তাই আমি কম-জমে রাজী হচ্চি।

কালী। তা কি কর্‌বো গিন্নী ঠাক্‌রুণ, আমার বরাত! সে ইংরিজি ধরণের মানুষ, এক কথা যা মুখ থেকে বার করেছে, তা নড়্‌বে না। এ বউটি ঘরে আন্‌লে সুখী হ'তে। বলি, দিন দিন বয়স বাড়্‌চে না কম্‌চে? আর কদ্দিন হাঁড়ি ঠেল্‌বে?

মোহিত। তুমি যে বল্লে রান্নার নাম শুনে ফিট্ হয়?

কালী। (জনান্তিকে) হয়ই তো, গিন্নীকে বোঝাচ্চি, আপনি চুপ করুন না।

মাতঙ্গিনী। যা বলেছ বাছা, আর হাঁড়ি ঠেল্‌তে পারি না। একলা মানুষ, ঝি মাগী আজ দু'দিন আসে নি। গতর ভেঙ্গে গেল।

কালী। আর দেখুন, মেয়েটি যে গা টেপে, পা টেপে, পাকা চুল

তোলে—চমৎকার! বউটিকে ঘরে আনো, বাড়া ভাত খাও আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোও। ও হাজার টাকার জন্যে পেড়াপীড়ি করো না। (জনান্তিকে) বাবু, মনটা ভিজে আস্‌চে, আপনি একটু চাপ দেন।

মাতঙ্গিনী। দেখ, তোমার কথাতে আমি রাজী; ঐ দেড় হাজার টাকা কর গে যাও।

মোহিত। আর দেড় পয়সা নয়। আমি চল্লুম। কার বে দাও, আমি দেখ্‌বো।

[প্রস্থান।

কালী। তা গিন্নী ঠাকরুণ, আর হয় না। কেন অত টানাটানি ক'চ্চ গো? দেখ, তোমার ছেলে তু'বার এন্‌টেন্সে ফেল্‌ হয়েছে, একবার এল, এ, ফেল্‌ হয়েছে। তিনটে পাশ দেওয়া ছেলের বাপ, মিন্সেকে সাধাসাধি কচ্চে। তবে আমি নাকি দম দিয়ে এসেছি, তোমার কাছে বাক্যিদত্ত আছি, তোমার মোহিতের বে দেবোই দেবো; তাই তুটো উল্টোপাল্টা ক'রে বুঝিয়েছি, এতেই মিন্সে রাজী হয়েছে।

মাতঙ্গিনী। তা দেখ, তোমার কথাতেই রাজী, আর কিছু বাড়িয়ে সাড়িয়ে দাও গে যাও।

কালী। না গো না—আর বাড়্‌বে না।

মাতঙ্গিনী। তা দেখ, আমি কিন্তু সোনা ওজন ক'রে নেব।

কালী। আমি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে যাবো, ভাব্‌চো কেন?

মাতঙ্গিনী। তা যাও, আর কি কর্‌বো, মোহিত ঝুঁকে পড়েছে, বড্ড সস্তায় ছাড়্‌লুম।

কালী। তবে দেখ গা, কাল লগ্ন আছে, কালই বে দাও।

মাতঙ্গিনী। ও মা, এত শীগ্‌গির বে দেবো কি করে ?

কালী। তা না দিলে নয়। সাম্‌নে অকাল পড়্‌বে, আর তিন মাস দিন নাই। তিন মাস বে ফেলে রাখ্‌লে, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে। আমি বলেছি, ছেলে পাশ দিয়ে জলপানি নিয়েছে, তোমার হাতে কোম্পানীর কাগজ বাক্স ভরা আছে, ক'ল্‌কাতায় চার পাঁচখানা ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমী আছে। দেরি কর্‌লে কোন ব্যাটা ভাংচি দেবে, আর এই সোনার স্বপ্নটা ভেঙ্গে যাবে। আমি তো জানি, কি ক'রে দুঃখে-সুখে সংসার চালাচ্ছো, দেনা ক'রে ছেলে দুটীকে স্কুলে পড়াচ্ছ। গহনা-গাঁটি যা ছিল, তা আমিই তো খদ্দের ক'রে বেচেছি। ও আর দু'মত করো না। বিকেলে তারা আজ এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাক্, সন্ধ্যার পর তোমরা গিয়ে পত্র ক'রে এসো। কালই গায়ে হলুদ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও। তোমার চার্‌দিকে শত্রু, কে কোথা থেকে ভাংচি দেবে।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা তুমি বল্‌ছো। বড় তাড়াতাড়ি হলো—বড় তাড়াতাড়ি হলো।

কালী। বেশ তো, তোমার খরচপাতি হবে না। লোক্‌কে বল্‌বে, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলুম, কনের গয়না দিতে পার্‌লুম না, জমকাল ক'রে ছেলের আইবুড়ো ভাত দিতে পার্‌লুম না; আমি চল্লুম।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা এসো।

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

(মোহিতমোহনের পুনঃ প্রবেশ)

মোহিত। ঘটক ঠাকুর, তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

কালী। আর বুঝ্‌বেন কি—তা বলুন? দু'কথা না ব'ল্লে গিন্নী-মা রাজী হন কই? আপনাকে যা বলেছি, আপনি দেখ্‌তে যাবেন? যান তো দুটী এয়ারিং, দুগাছি; ব্রোসলেট, একটী গৌন কিনে নিয়ে চলুন;—যদি আলমারীর বিবি না হয়, আমার দু'গালে চার চড় দেবেন। আর দেখুন, ও গয়নাগাঁটি এখনকার ফেসিয়ান নয়। আমি নগদ টাকার ব্যবস্থা করেছি। সে টাকা গিন্নীর হাতে দেবেন না, সে টাকা আপনি হাতে নিয়ে চেয়ার কোচ দিয়ে ঘর সাজান, একটা হারমোনাম কিনুন, আর বিবি-য়ানা পোষাক আনুন। নিত্যি নূতন রকম ক'রে সাজান, আপ-নার ইয়ারেরা দেখে চম্‌কে যাক্। একটা কথা বল্‌ছিলাম, গোটা দশ টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন? বাড়ীতে মেয়েটীর অসুখ, টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না। আমি ঘটক-বিদেয় পেলেই টাকায় আনা আনা সুদ দিয়ে শোধ দেবো।

মোহিত। আমার হাতে তো কিছুই নাই।

কালী। তা বিকালে হ'লেই চল্‌বে। আশীর্ব্বাদী মোহরটা পাবেন কি না! যে বে দিচ্চি, আপনার শ্বশুরবাড়ী থেকেই হাত খরচটা চ'লে যাবে। তাঁর ইংরিজি ধরণের মেজাজ, বলেন, কতকগুলো নেবু-সন্দেশ পাঠিয়ে কি কর্‌বো, জামাইকে মাসোহারা দেবো।

মোহিত। দেখ, আমি মোহরটা তোমাকে দেবো, তুমি পাঁচটা টাকা আমায় ফিরিয়ে দিয়ো।

কালী। তা দেবো বই কি। আপনি ফিটফাট হয়ে থাকুন, বৈকা-লেই দেখ্‌তে আস্‌বে। (স্বগত) মাগী ঘটক-বিদেয় যা কর্‌বে—

তা গঙ্গাই জানেন! মুড়ি রেখে কোপ করি, মোহরটা বাগিয়ে নিই। বলে, লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না, তা লাখ মিছে কথা তো আমি একাই সকাল থেকে ঝাড়্‌লুম, এখন দেখি বরাত! বোসজা যদি সন্ধান পায়, তা হ'লে তো সে পাড়ায় চল্লে আমায় তাড়া কর্‌বে।

[প্রস্থান।

মোহিত। যেমন চাই, তেমনি জুটেছে! এমন নইলে wife! টাকাটা যা পাবো, তাতে একটা টম্‌টম্‌ কিন্‌তেই হবে; তাতে রোজ ইডেন পার্কে হাওয়া খেতে যাবো। এমন wife পাঁচ জনকে দেখাব না? বে তো হোক্‌, beautiful wifeএর সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর্‌তে হয়, তা friendদের শেখাব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুরস্থ দালান।

দুলালচাঁদ ও যশোমতী।

দুলালচাঁদ। মা, আমার বুকে ছুরি মেরেছে—ছুরি মেরেছে।

যশোমতী। ও মা, কি হবে গো, কি হবে গো! ও গো, দেখ গো, আমার দুলালচাঁদ কি ক'চ্ছে গো!

(রূপচাঁদ মিত্রের প্রবেশ)

রূপ। কি রে—কি?

দুলাল। বাবা, ছুরি মেরেছে—ছুরি মেরেছে!

া। আরে কি হয়েছে, ছাই বল্ না।

লাল। মুণ্ডপাত হয়েছে, গিছি—মরেছি! করুণাময় বোস!

শা। ও গো কি হলো গো—কি হলো গো! দুলো আমার এমন হ'লো কেন গো!

লাল। বাবা, দেখ্ছো—দেখ্ছো, এই রক্তমাখা চিঠি দেখ্ছো? এ চিঠি নয়, এ চিঠি নয়, এ ছোরা; রং নয়—এ রং নয়, আমার বুকের রক্ত! এ চিঠি করুণাময় বোসের আফিসের ছাপাখানায় তোয়ের হয়েছে, আমার বুকের ভেতর প্রবেশ করেছে। তাদেরই পাড়ার রেমো মামা আমার হাতে দিয়েছে।

। আরে কি মাথা-মুণ্ড বক্‌ছিস্?

লাল। বাবা, বাবা, তুমি এখনও বুঝ্তে পার্‌লে না? তবে শোনো আজ করুণাময় বোসের মেয়ের বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণের চিঠি!

প। তা তোর কি?

লাল। বাবা, বাবা, বিরহ-যন্ত্রণা—বিরহ-যন্ত্রণা! আমি অনেক জোগাড় ক'রেছিলুম, ঠিক্‌ঠাক্ সব করেছিলুম, ফস্‌কে গেল,—ফস্‌কে গেল, হাতছাড়া হলো!

। কি জোগাড় করেছিলি?

। বাবা, আমার কুঁজ দেখে আর চলন দেখে, তোমার এত টাকার জোরেও কোন সম্বন্ধ টেঁক্‌ছে না, সব ভাগ্‌ছে। তাই মনের দুঃখে আমি বিয়ে কর্‌তে রাজি হই নি, এ সব তো তুমি জানো? বাবা, মা! এ সব মনের ব্যথা তো তোমরা জানো?

তুই আগে কি বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছিলি? তা হ'লে তোর বিয়ে কি এত দিন পড়ে থাকে?

হাঁ, হাঁ, সব জানি। এই রাজী হয়েচি, কি কচ্চ? চাল-চুলো

নাই, কুরুটে কালপ্যাঁচা বে কর্‌তে পারি, তা হ'লে বাবা বে দিতে পারে। ওঃ! বুক যায়—বুক যায়!

রূপ। কি হয়েছে শুনি না?

দুলাল। আমি ঠিক্‌ঠাক্ জোগাড় করেছিলুম। দু' একদিনের ভেতরেই জোর ক'রে জুড়িতে তুলে চন্দননগরের বাগানে হাজির কর্‌তুম। ফস্‌কে গেল—ফস্‌কে গেল! বুকে ছুরি লাগ্‌লো—বুকে ছুরি লাগ্‌লো! এই গোধূলিতেই তার বিয়ে হ'য়ে যাবে।

রূপ। অ্যাঁ, তুই কি বল্‌ছিস্! তুই করুণাময়ের মেয়েকে জোর ক'রে বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিলি?

দুলাল। কেন বাবা, দোষ কি বাবা,—"বাপকো বেটা, সেপাইকে ঘোড়া!"—বিন্দি বাম্‌নীর কথা তো শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতি নোপাট করেছিলে বাবা! আমি তো তত দূর যাইনি বাবা! আমি বাগানে মালা বদল ক'রে বিয়ে কর্‌তুম বাবা; তবে পাঁচ বেটাকে দেখাতুম্ বাবা, দেখাতুম্ যে, তোমরা বলো, খোঁড়া-কুঁজো, ওর সঙ্গে কে বিয়ে দেবে, তেমনি মুখের মত হতো! যদি করুণাময়ের মেয়েকে মালা বদল ক'রে বিয়ে কর্‌তে পার্‌তুম, যদি তার মেয়েকে বাঁয়ে নিয়ে তার বাড়ীতে আস্‌তে পার্‌তুম, তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হতো। আমি ঝানু আছি বাবা, পুলিস-কেসে পড়্‌তুম না বাবা! তবে কি জানো, বড় দাগা পেয়েছি, তাই বাগান ছেড়ে তাদের পাড়ায়, আমাদের ভাড়াটে-বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা গেড়েছিলুম। বড় দাগা পেয়েছি—বড় দাগা পেয়েছি!

যশো। নে নে, তুই চুপ কর্, কি দাগা পেয়েছিস্? আমি তোরে পরীর মত মেয়ে এনে বে দেবো। দশ হাজারের জায়গায় বিশ হাজার খরচ কর্‌বো।

দুলাল। মা, তুমি পরী কি দেখাচ্ছ! দুশো পরীর বাচ্ছা মেয়ে এনে

আমি রোজ বাগানে নিয়ে যাই। কিন্তু প্রাণের দাগা তো উঠ্‌বে না—দাগা তো উঠ্‌বে না।

যশো। নে, কিসের দাগা, তুই চুপ কর্।

দুলাল। কিসের দাগা! তুমি মা হ'য়ে এমন কথা বল্লে, আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো। হয় না হয়, এই বাবা সাক্ষী আছে, জিজ্ঞাসা করো। বাবা, সায় দাও। বৈঠকখানার কাটা দেওয়ালে কুঁজটি সাঁধ করে শালখানি গায়ে দিয়ে চুপ ক'রে ভালমানুষটির মত ব'সে আছি, কেমন বাবা, বল? করুণাময় বোস এলো, এসেই বল্লে, "বাবা, উঠে দাঁড়াও তো!" মা, তখন কি করি বল দেখি! এই বাবার আক্কেলকে আমি বলি-হারি যাই! আমার কুঁজের কথা সহরে গেজেট হ'য়ে গেছে, উনি কি না বুদ্ধি কল্লেন, কুঁজটি জোড়া স্থাল কেটে, স্থাল ঠেসিয়ে বসিয়ে, লোককে ধাপ্পা মার্‌বেন! কই, পাল্লেন না? বাবা, ধিক্ তোমায়! কি অপমানটা সেদিন করুণাময় ক'রে গেল! এখনো যদি তোমার হায়া থাকে, করুণাময়ের আর দুটো মেয়ে আছে, একটার সঙ্গে আমার বে দাও। মা, আমি যদি বাবার বাবা হতুম, আর বাবা যদি আমার কুঁজো দুলো হ'ত, আমি যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে করুণাময়ের মেয়ে ঘরে আন্‌তুম। মা, বাবা, দু'জনে আছ, স্পষ্ট কথা বল্‌ছি, করুণাময়ের আর দুটো মেয়ে আছে, একটার সঙ্গে আমার বে দাও, না পারো, আজ থেকে আমি নোপাট। ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি কি চেহারাবাজ নই? কত বেটী আমার জন্যে মরা, আমি এক গলা জলে কার্ত্তিক পুরুষ! বাবা, এই ব'লে গেলুম, করুণাময়ের একটা মেয়ের যোগাড় করো, নইলে আজ থেকে তুমি নিঃসন্তান।

[প্রস্থান।

রূপ। দেখ্ গিন্নি, ছোঁড়া বল্লে মিথ্যা নয়, করুণা ব্যাটার ভারি দেমাক্! আমি এত ক'রে বুঝিয়ে ঘটক পাঠালুম, তা কথাটা গ্রাহ্য হলো না—তর সইলো না, তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। আচ্ছা দেখি, আমারও নাম রূপচাঁদ মিত্তির!

যশো। তা দেখ' এখন, এখন দুলাল কোথায় গেল দেখ। ও দুলাল—ও দুলাল!

নেপথ্যে দুলাল। প্রাণ যাবার নয় মা—প্রাণ যাবার নয়! মরমে ম'রে বাগানে চল্লুম।

যশো। শোন্—শোন্—

রূপ। আচ্ছা, দেখা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ উঠানের রক।

করুণাময় ও সরস্বতী।

করুণা। যতদূর কেলেঙ্কার হ'তে হয়, তা হ'লো; এমন অপমান আমার জন্মে হয় নাই। যা দেবার কথা, তা দিলেম, এ সওয়ায় তুমি লুকিয়ে হার দিয়েছ, ক'নে-গয়নার মত দিই নাই, দু'বছর পর্‌তে পার্‌বে, এমন ক'রে দিলুম; দান-সামগ্রী সব ব্যাভারে; এত ক'রেও অপমান—অপমানের একশেষ! রমা দালাল সভার মাঝে হাত নেড়ে জোচ্চর বল্লে। আমি মনিবের একদিন একটা

কথা সই নাই, পাঁচদোরের কুকুর, সে আমায় জোচ্চর বল্লে! মেয়ের জন্যে আরও অদৃষ্টে কি আছে—কে জানে!

সর। হ্যাঁ গা, তা ও মিন্সে কে? ও এমন হাতমুখ নাড়্‌লে কেন?

করুণা। কে ওকে জানে বল? শুন্‌ছি হ্যাণ্ডনোটের দালালি করে, বেয়ানের নাকি সম্বন্ধে কি রকম ভাই হয়। লগ্নভ্রষ্ট হলো, বরযাত্র-কন্যাযাত্র খেতে পেলে না। ভাগ্যিস্ দশজন ভদ্রলোক ছিল, তা না হ'লে বর নিয়ে বাড়ী থেকে উঠে যেতে চায়, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

সর। তা সে যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন বে'নের পাওনা মনে ধর্‌লে হয়।

করুণা। কি জানি, যেখানে মেয়ে কর্ত্তা, সেখানে বে দেওয়া ভাল হয় নাই। কেলো ঘটকের দমে প'ড়ে আর তোমার তাড়ায় এই ঘট্‌লো।

সর। হ্যাঁ গা, তা আমি মেয়েমানুষ, আমি কি জানি বল? তুমি আপনি দেখে শুনে এলে।

করুণা। বরাতের দোষ, আর কিছু নয়। যাই আবার দেখি, কোথায় ধার-ধোর পাই। ফুলশয্যের যে টাকা রেখেছিলুম, তা তো ঘুস গেল, নইলে বর উঠে যায়। আমার সে টাকা দেবার ইচ্ছা ছিল না, পাঁচজন ভদ্রলোক ধ'রে মিটিয়ে দিলে, কি ক'র্‌বো। আর ভাব্‌লুম্, এত দিয়েছি, আর যাক্, মেয়েটার খোঁটার ঘর হবে! নইলে কে বর ওঠাতো দেখ্‌তুম্, আমি জোর ক'রে বে দিতুম্।

সর। দেখ, তোমায় আর বল্‌তে পারি না, তুমি যতদূর কর্‌বার তা করেছ; এই ফুলশয্যাটা একটু ভাল ক'রে দাও, কি জানি, পাঁচ জনে লাগাবে। বেয়ান মাগী যদি পাঁচজনের কথায় মেয়ে

আট্‌কায়, তা হ'লে কিরণ আমার বাঁচবে না। একেলে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদে না, কিন্তু কিরণের আমার দু'চক্ষে দশ ধারা, আমার আঁচল ছাড়ে না, আমি ধম্‌কে পাঠিয়ে দিলুম। পাষাণে বুক বেঁধে বল্লুম, যদি কাঁদো, তা হ'লে আমি আর আন্‌বো না।

করুণা। তোমার জামাইও ভাল হবে না। আমি হাতে হাতে সঁপে দেবার সময় বল্লুম, "বাবা, তোমার উপর এখন সব ভার!" তা ছোঁড়া গজ্‌গজ্‌ ক'রে কি বল্লে, কে জানে,—আমার বোধ হ'লো, যেন ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ ক'র্‌লে। বাসরঘরেও না কি খুব ঢ্যাটা-পনা করেছে শুন্‌লুম্‌।

সর। ও ছেলে মানুষ!

(জোবির প্রবেশ)

জোবি। আমায় দুটি ভাত দেবে?

সর। কেরে—জোবি?

করুণা। জোবি কে?

সর। ও আমার বাপের বাড়ীর পাড়ার সরকারদের মেয়ে। ছেলেবেলায় জবুথবু ছিল ব'লে 'জোবি' বলে। তোর এমন দশা হয়েছে কেন? এখানে কোত্থেকে এলি?

জোবি। পালিয়ে এয়েছি।

সর। কোত্থেকে পালিয়ে এলি?

জোবি। তাদের বাড়ী থেকে। তারা বড্ড মারে, ছ্যাঁকা দেয়, চুল কেটে দেয়! (অঙ্গের আঘাত-চিহ্ন দেখাইয়া) এই দেখ না—এই দেখ না— সেই মাগী বড্ড বজ্জাত, খেতে দেয় না।

সর। কে, তোর শ্বাশুড়ী নাকি?

জোবি। হাঁ।

দর। তা তুই বাপের বাড়ী যাস্ নি ?

জোবি। না ; মা ম'রে গেছে, বাবা ধ'রে পাঠিয়ে দেয়।

করুণা। তোমায় মারে কেন ?

জোবি। মারে। আমায় পাল্‌কী ক'রে নিয়ে গেল, মুখ খুলে দেখে ঠোনালে ; বাবা গয়না দিয়েছিল, মনে ধর্‌লো না, বরণডালাখানা কপালে ঠুকে দিলে, রক্ত বেরুলো, দাগ রয়েছে—দেখ না।

করুণা। তোমার কত দিন বে হয়েছে ?

জোবি। যে বছর মা মরে। আমায় নিয়ে গিয়ে আস্‌তে দেয় নি। আমি পালিয়ে এসেছিনু। মা ম'রে গেল, বাবা পাঠিয়ে দিলে। খুব মার্‌লে, আবার পালিয়ে এলুম, আবার পাঠিয়ে দিলে।

সর। আহা, তোর বাপ তোকে চাড্ডি খেতে দেয় না ?

জোবি। না—আমায় গালাগালি দেয়, মা বিইয়েছিল ব'লে, মাকে গালাগালি দেয়। বলে, আমার চাক্‌রী নেই, তোদের বে দিয়ে সর্ব্বনাশ হয়েছে। বাড়ী খেয়েছ, সব্ খেয়েছ, আবার কুঁড়ে পাথর গিল্‌তে এসেছ, দূর হ—দূর হ !—আবার ধ'রে পাঠিয়ে দিচ্ছিল, আমি দৌড়ে পালালুম।

করুণা। তোমার চুল কেটে দিয়েছিল কেন ?

জোবি। কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌তুম না। অনেক কর্ম্ম—হাত ব্যথা কর্‌তো, মাথা ঘুরতো। বেড়ির ছ্যাঁকা দিত।

করুণা। তোমার স্বামী কিছু বল্‌তো না ?

জোবি। সে মদ খেয়ে লাথি মেরেছিল।

করুণা। গিন্নি, শুন্‌ছো ? আহা, কিরণের আমার কি দশা হচ্ছে কে জানে ! হ্যাঁ মা, তুমি কোথায় থাক ?

জোবি। ঘুরে বেড়াই, গান করি, কেউ ভাত দিলে খাই।

করুণা। তুমি গান কোথায় শিখ্‌লে?

জোবি। যাত্রাওয়ালাদের বাসন মাজ্‌তুম, তারা গাইতো, শুন্‌তুম। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম্—তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম্, তারা বড় নষ্ট।

সর। তুই কদ্দিন পালিয়ে এসেছিস্?

জোবি। অনেক দিন—পূজোর সময়। ভাসান দেখ্‌তে সব ছাদে উঠ্‌লো, খিড়কি-দোর দিয়ে পালিয়ে এলুম।

সর। মা গো, কথা শুনে বুকটো ধড়্‌ফড়্‌ করে! এদের কি মানুষের চামড়া গায়ে নাই! এই কচি মেয়েকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে, আহা, কথা শুনে বুক ফেটে যায়!

করুণা। এ তো শুন্‌লে—এখন কিরণকে নিয়ে তোমার বেয়ান কি করেন দেখ!

জোবি। কিরণ কে? তোর মেয়ে নাকি! বে দিয়েছিস্? কই কাঁদ্‌ছিস্ নি—কাঁদ্‌ছিস্ নি? কাঁদ্‌বি—কাঁদ্‌বি—তোদের বাড়ী খাব না, আমি চল্লুম। তুই তো মা, তোর বুক ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌বে। আমার মা আছাড় খেয়ে পড়েছিল, তাইতে তো ম'রে গেল! তোদের বাড়ী খাব না, তোরা কাঁদ্‌বি--কাঁদ্‌বি!

(জোবির গীত)

বিলিয়ে দিছিস্ পেটের মেয়ে বাজ বুকে নিয়ে সাধে।
মরে যদি ঘোচে জ্বালা, পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে॥
রেতেদিনে খেটে খেটে, অন্ন-জল পাবে না পেটে,
সুনের ছিটে কেটে কেটে, হাত নাড়া দে কত ছাঁদে॥
নিত্যি কথা উঠ্‌বে কানে, বাজ জেঁক্তে তোর বস্‌বে প্রাণে,
মায়ের ব্যথা মা-ই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোনার চাঁদে॥

সর। ঠিক কথা। জোবি, যাস্ কেন—যাস্ কেন? আমি খেতে দেব।

জোবি। না—না, আমার মাকে মনে পড়্‌চে, আমার কান্না আস্‌ছে।

"মায়ের ব্যথা মা-ই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোনার চাঁদে"

[গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি, বালিকার প্রতি এমন অত্যাচার হয়, যদি অন্য কোন জাত শোনে, বিশ্বাস কর্‌বে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ, ঘরে ঘরে বালিকারা এরূপ যন্ত্রণা পায়। মেয়ে আইবুড়ো রাখ্‌তে দোষ কি? জাত যাবে, কুচরিত্রা হবে?—হ'লেই বা! আহা! অনাহারে যম-যন্ত্রণা কত নির্দ্দোষী বালিকা সহ্য করে। যাই, আর ভাব্‌লে কি হবে, এখনি ফুলশয্যার যোগাড় তো কত্তে হবে—দেখি, কোথা টাকা পাই।

সর। দেখ, এমন ক'রে ফুলশয্যাটি পাঠিও, যেন তাদের মনে ধরে।

করুণা। আমার যথাসাধ্য কর্‌বো, তার পর মনে ধর্‌বে কি না, কে জানে।

[করুণাময়ের প্রস্থান

সর। ঐ দেখ ঝি মাগী আস্‌চে

(ঝিয়ের প্রবেশ)

হ্যাঁরে, তোরে এত ক'রে মানা কল্লুম, মেয়ে ফেলে আসিস্ নি, মেয়ে আমার একা রইলো, আর তুই চলে এলি?

ঝি। হুঁ! (পা ছড়াইয়া উপবেশন)

সর। হুঁ কি বল্? কিরণ ভাল আছে তো? বেয়ানের বউ পছন্দ হয়েছে তো? কি বল্লে? কি রে কি বল না? দেখ—মাগীর মুখে কথা নাই!

ঝি। রসো, সবুর দাও—একটুকু জিরুই, এক ঢোক্ জল খাই, মুখে রা সরুক্।

সর। কি হয়েছে? তুই চলে এলি কেন? সেখানে কোঁদল করেছিস্ নাকি?

ঝি। চলে এনু ক্যানে? তোমার মেয়ের নেগে গর্দ্দানা খেতে বল নাকি? কোঁদল কর্‌বো? কোঁদলে তোমার বিয়ানকে অঁাট্‌বো? সে ধেই ধেই লাচ্‌তেছে।

সর। কি হয়েছে আমার মাথামুণ্ডু বল্ না?

ঝি। হবে কি গো? লাচ্‌তেছে—লাচ্‌তেছে! গালে মুয়ে চড়াচ্চে—মড়াকান্না কাঁদ্‌তেছে।

সর। ও বাছা—ব্যগ্রতা করি, সব বল্, ক'নে কি পছন্দ হয় নি?

ঝি। বল্‌বো—তবে শুন্‌বে? পাল্‌কী খুলে, বউয়ের মুখ দেখে, মাগী ওম্‌নি ডুকুরে কেঁদে উঠ্‌লো! বলে 'ও মা কোথাকার কাট্‌কুড়ুনী এলো গো—কোথাকার হা'ঘরের মেয়ে আন্‌লুম গো—আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গো—কত্তা কোথা গেলে গো—একবার এসে দেখ গো—তোমার সাধের মোহিত বাগ্দিনী এনেছে গো—তোমার মোহিতকে ডোম্-ডোক্‌লা বিদেয় করেছে গো!'

সর। বর-ক'নে বরণ কর্‌লে না?

ঝি। শোন এগিয়ে—ব্যাটা ম'লে যেমন চিকুরী ঝাড়ে—তেম্‌নি ঝাড়্‌তে লাগ্‌লো। পড়সীতে বোঝায় আর অমনি ঝাঁকারি মেরে ওঠে। তার পর পাড়ার মেজো গিন্নী না কে, ধুমো ক'রে মাগী, সেই ক'নে হিটে বার কর্‌লে। বর-ক'নে ঘরকে উঠ্‌লে

মাগীরা সব দেখ্‌তে এলো। এক একবার বউয়ের মুখ খোলে, আর চিকুটি মেরে ওঠে। গয়নাগুলো খিঁচ দিয়ে টেনে বার করে, আর পড়সীদের দেখিয়ে বলে, 'দেখ গো—দেখ, চোখখেকো মিন্সে গয়না দিয়েছে দেখ!' গয়না মুয়ের কাছে নিয়ে ফুঁ পাড়্‌তে থাকে! বলে ফুঁয়ে গয়না উড়্‌বে।

সর। ফুঁয়ে গয়না উড়্‌বে! অমন ভারি ভারি ক'নে-গয়না কেউ দিয়েছে! আর এতগুলি যে টাকা ঢাল্‌লুম, সে কথা বুঝি মুখে আন্‌লে না!

ঝি। টাকা ঢেলেছ! আর অতটি ঢাল্‌লেও মন উঠ্‌তো নি! টাকার লেগে মায়েপোয়ে বচসা হচ্চে। জামাই পা ঠুকে বলে, 'ড্যাম্‌—টাকা দে'। সে টাকা মাগী দেই! এ ঝাঁকারে তো ও ঝাঁকারে! মাগীও যত হাত-পা চালে, মুখ ঘুরোয়, তোমার জামাইও তত হাত-পা ঝাঁকে!

সর। তারপর—তারপর?

ঝি। তারপর তোমার ঝি-জামাই ছেড়ে মাগী আমার বিগে ঝুঁক্‌লো; বলে, "এই যে রাজকন্যাকে পাহারা দিতে ঝি এসেছে"। আমি পুড়িয়ে খেতে রা কাড়নু নি মা!—কলে গিয়ে পা ধুয়ে, দুটি ঠোঁট চেপে ভাঙ্গা রকে বসে রইনু। ভোর রাত ঝাঁঝালে! কেউ বল্লেনি যে, দুটি ভাত খেয়ে যা গো!

সর। কাল থেকে তোরে খেতে দেয় নি না কি?

ঝি। আজ দুটো দিয়েছিল। দু'মুটো ব্যাতে দিয়ে, আঁচল পেতে মেজেয় গড়ুচ্চি, তোমার ঝি পাশে ব'সে ঘোম্‌টা দিয়ে কাঁদ্‌তেছে, অমনি হৈ হৈ ক'রে জমাদারনী মাগী এলো, চোখ দুটো করম্‌চা ক'রে বল্লে, "হ্যাঁরে ঝি! তোদের দেশে কি কারো হায়া নাই? এখনো রাজরাণীর মত আমার বাড়ী গড়ুচ্ছিস্‌?—ওঠ্‌, চলে যা,

আমার বাড়ী থেকে বেরো ; কাটকুড়ুনীর মেয়ের আর অত রসে কাজ নেই!" থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে বস্‌নু মা! মাগী খট্টাই বুলি ধর্‌লে, বলে "নিকালো হারামজাদী,আমার বাড়ী থেকে নিকালো।" আমি তাড়াতাড়ি উঠ্‌নু। তোমার মেয়ে আমার আঁচলটা ধর্‌লে। মাগী অমনি তোমার মেয়ের হাত ঝিন্‌কুটি দিয়ে ছাড়িয়ে নিলে, হাতে বাজ্‌লো কি না, আর দেখ্‌নু নি, পড়্‌পড়িয়ে চ'লে এনু।

সর। (স্বগত) ভগবতি, কি কর্‌লে মা! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁরে, কিরণকে জামা'য়ের পছন্দ হয়েছে?

ঝি। পছন্দ হবে নি? তোমার তেম্‌নি জামা'য়ের জামাই কি না? ও মা, যেন মানোয়ারী গোরা! খুদে খুদে চুরুট টানে আর 'ডাম্‌' করে! খিস্‌টান হবে, ম্যাম বিয়ে কর্‌বে, তবে তার প্রাণ জুড়োবে! বাপান্তি দিব্যি গেলেছে, মাগের মুখ দেখ্‌বে নি!

সর। ওঃ,—এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!

[করুণাময়ের প্রবেশ ও ঝিয়ের অন্য দিক্ দিয়া প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি,বেশী লোক পাঠাবো না, দু'জনের বোঝা একজনের ঘাড়ে দিয়ে ফুলশয্যা পাঠাচ্ছি। আর স'শো টাকা তো নগদ পাঠাতে হবে, হাতে তো একটি পয়সাও নাই, কারও কাছে ধারও পেলুম না, একখানা গয়না রেখে কোথা থেকে নিয়ে এসো। যথাসাধ্য তো করি, এতেও যদি তোমার বে'নের মন না ওঠে, কি কর্‌বো। টাকাটার জোগাড় দেখ।

সর। সে আন্‌ছি, এ দিকে সর্ব্বনাশ! এই ঝির কাছে শোনো।

করুণা। শুনেছি, শুভ সংবাদ দরদ জানিয়ে রামী ঘটকী দিয়ে গেল। যা হবার হয়েছে—আর শোনাশুনি কি বল? গিন্নি, কেঁদো না—

এ সর্ব্বনাশ ঘরে ঘরে! ওঃ, অবলা বালিকার নিঃশ্বাসে বাঙ্গালা দেশ জ্বলে যায় না—দিগ্‌দাহ হয় না—মেয়ের বাপ বিষ খেয়ে মরে না—মেয়েকে নুন দিয়ে মারে না? ধিক্! ধিক্! সংসার-ধর্ম্মে ধিক্! দেখি শেষ পর্য্যন্ত কি হয়। যাও, টাকাটা কোত্থেকে নিয়ে এসো।

নেপথ্যে কিশোর। বোস্‌জা মশায়—বোস্‌জা মশায়!

করুণা। কে ও, কিশোর? এসো বাবা।

(কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। মশায়, আমি ষ্টুডেণ্টসিপ পাশ হয়েছি, তা শুনেছেন?

করুণা। হ্যাঁ বাবা শুনেছি, বড় সুখের বিষয়!

কিশোর। দেখুন, আমি তাস খেলে বেড়াতেম, আপনি আমায় ধম্‌কে বলেছিলেন, বড় মানুষের ছেলে হ'লে কি পড়াশুনো ক'র্‌তে নাই? আমি সেই ইস্তক পড়াশুনো ক'রে বরাবর ফাষ্ট´ হয়েছি; এখন আমি বিষয়কর্ম্ম শিখ্‌বো, আপনি শেখান, এই তিন শো টাকা আমার সুদে খাটিয়ে দেন।

করুণা। বাবা—বাবা কিশোর, আমি বুঝেছি, তোমাদের বাড়ী আমি টাকা ধার কর্‌তে গিয়েছিলেম, তুমি শুনেছ, তাই এই টাকা এনেছ। তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, গিন্নী গয়না বাঁধা দিয়ে ধার কর্‌বে এখন।

কিশোর। সেই যদি ধার কর্‌বেন, আমার কাছে করুন। আপনি আমার পিতার তুল্য, (পদদ্বয় ধরিয়া) উনি যদি গহনা বাঁধা দিয়ে টাকা আনেন, আমার বড় কষ্ট হবে। আপনি এ টাকা নিন।

করুণা। (অর্থ গ্রহণ করিয়া) বাবা, আমার এত টাকার তো দরকার নাই।

কিশোর। বাকী আপনার কাছে জমা রইল।

[কিশোরের প্রস্থান।

করুণা। গিন্নি, পৃথিবীতে দেবতাও আছে। আমি ওরে একদিন পড়্তে বলেছিলুম, সে দিন হ'তে আমায় গুরুর মত দেখে। যদি এই পাত্রে আমার কিরণ পড়্তো, তা হ'লে যথার্থই মেয়ের বে'তে আনন্দ বটে। এ টাকা তুলে রাখ, ফিরিয়ে দিতে হবে। যাও, তুমি কোথা থেকে টাকাটা নিয়ে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মোহিতমোহনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

মাতঙ্গিনী, মোহিতমোহন, রমানাথ, কিরণ্ময়ী
ও প্রতিবেশিনীদ্বয়।

মাত। রমা, তুই এমন মেনিমুখো—তুই এমন মেনিমুখো! ছাঁদ্‌নাতলা থেকে বর তুলে আন্‌তে পার্‌লি নি? আমি যদি ব্যাটাছেলে হতুম—দেখ্‌তিস্! আমি ক'নের বাপের নাক কেটে আন্‌তুম।

১মা-প্র। আন্‌তেই তো বাছা—আন্‌তেই তো!

মাত। বল তো মা—বল তো! এই বউ আমি পাঁচজনের সাম্‌নে বার কর্‌বো কেমন ক'রে? আর গয়নার ছিরি দেখ মা—গয়নার ছিরি দেখ।

১মা-প্র। তাই তো মা—তাই তো!

২য়া-প্র। তা ক'নে গয়না কিছু মন্দ হয় নাই।

মাত। অন্যায় আমার সয় না। বে না দিয়ে থাকো, বে কি কখন দেখ নি?

১মা-প্র। তুমি ফিরিয়ে দাও—তুমি ফিরিয়ে দাও।

মাত। না মা, আমি তেমন বাপের মেয়ে নই। মিন্সে ছোটলোকপনা করেছে ব'লে কি আমি ছোটলোক হবো? রমা, এই মেয়ে দেখে এলি? ক'নে দেখ্‌তে যাবার সময় রাস্তার বালি তোর চোখে উড়ে এসে পড়েছিল নাকি?

রমা। কি কর্‌বো দিদি—কি কর্‌বো? আমি তো বলেছিলুম, ওখানে বিয়েয় কাজ নাই, তোমার মোহিত জেদ ক'রে বস্‌লো।

মোহিত। Damn it! আমি কি এই Black bitch জানি!

২য়া-প্র। তা দেখ গা মোহিতের মা, বয়সকালে তোমার বউ মন্দ হবে না।

মাত। অবাক্ করেছে মা—অবাক্ করেছে! আর মন্দ কারে বলে, তা তো জানি নে বাছা! (১মা প্রতিবেশিনীর প্রতি) দেখ তো বামুনঠাকরুণ—দেখ তো বামুন ঠাকরুণ! চোখ দুটো যেন কোটরে গিয়েছে—নাকটা যেন কিলিয়ে ভেঙ্গেছে, দাড়িটে যেন খুর দিয়ে পুঁছিয়ে নিয়েছে, আর পোড়া চুলগুলো দেখ, যেন ঝাঁটা গাছটা!

১মা-প্র। তা মোহিতের মা, তুমি যেমন ক'নে এসেছিলে, তেমনটী কি আর হবে? আমরা দেখিনি, শুনেছি, তুমি বাড়ীতে পা দিলে, আর বাড়ী যেন জ্বল্‌তে লাগ্‌লো!

মাত। না—না, আমরা কি সুন্দরী? সুন্দরী না; তা ব'লে কি এমন কালপ্যাঁচা এসেছিলুম? (কিরণের প্রতি) কেঁদো না বাছা,—কেঁদো না,আমার জ্বালাতনের শরীর, কান্না সয় না!

নাইতে কান্না, খেতে কান্না, উঠ্‌তে কান্না, বস্‌তে কান্না, অমন কেঁদো না—মোহিতের অকল্যাণ করো না!

১মা-প্র। তা মা, তোমার মতন হাস্যবদন কি সবার হয় গা?

মাত। বলি হাস্যবদন হোগ না হোগ, ওমনি ক'রে কি পোড়ার মুখ পুড়িয়ে দিন-রাত্তির কাঁদ্‌তে হয়! মাগী, এই মেয়ে যখন বিয়ুলি, নুন দিতে পার্‌লি নি! এই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে মেয়ে মানুষ করেছিস্‌!

মোহিত। Damn it—Damn it!—বিলেত যাবো।

মাত। (সবেগে কিরণের হস্ত ধরিয়া) তা বামুণঠাক্‌রুণ, গয়নাগুলো দেখ, গয়নাগুলো দেখ!

২য়া-প্র। তা ক'নের বাপ তো টাকা দিয়েছে, ভেঙ্গে গড়িয়ে দিও।

মাত। হ্যাঁ গা, কে তোমাদের খবর দিয়েছে গা? পোড়া কপাল টাকার, বাজন্দরে বিদেয় দিয়েছে! দেড়টি হাজার টাকা!

১মা-প্র। ও মা, এমন জামাই পেলি, এমন ঘরে মেয়ে দিলি, হাজার পাঁচেক দে! তা নয়, মোট দু'টি হাজার!

মাত। ও মা, দু'টি হাজার কোথা গো, দু'টি হাজার কোথা? দেড় হাজার!

মোহিত। Damn it! মা, টাকা বার করো, আমি বিলেত যাবো!

মাত। এই রমা—এই রমা যত নষ্টের কু!

রমা। দিদি, ভাব্‌ছ কেন—মেয়ে আট্‌কাও। দেনা-পাওনা যখন ঠিক ক'র্‌লে, তখন তো আমায় বল্লে না। মেয়ে আট্‌কাও, আধ-পেটা খেতে দাও।

২য়া-প্র। রমানাথ, ব্যাটাছেলে হ'য়ে কি বল্‌ছ? মেয়ের অপরাধ কি? মেয়েকে কেন যন্ত্রণা দেবে? দেখ দিকি—কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে? কাল থেকে এক গরাস ভাত মুখে দিতে পারে নি।

মাত। বাছা, অত রস ক'র্‌তে তোমাদের ডাকি নি, আমার সর্ব্ব-শরীর জ্বল্‌ছে।

১ম-প্র। আহা, জ্বল্‌বে না, মাগীকে বিছের কামড় ধরেছে!

রমা। দিদি, এইবার হ'তে তুমি আমার পরামর্শে চলো, তোমার সব জ্বালা মিটিয়ে দিচ্চি। মেয়ে আট্‌কাও, তা হলেই মিন্সে সোজা হয়ে আস্‌বে। আর দেড়হাজার আদায় কর্‌বো, তবে আমার নাম রমানাথ।

মোহিত। Damn it! ঐ dirty wife আমি বাড়ীতে থাক্‌তে দেব!

মাত। (রমানাথের প্রতি) তোর মুরোদ বড়—তোর মুরোদ বড়।

রমা। দিদি, আমার কি দোষ বল? দশচক্রে ভগবান্ ভূত কর্‌লে! আমি কি কসুর করেছি? আমি বর নিয়ে তো চ'লে আস্‌ছিলুম। যখন বারশো টাকা বার কর্‌লে, আমি তো উঠে আসি। গোধূলি লগ্নের বে, আমি রাত তিনটে বাজিয়ে তবে ক'নে উৎসর্গ কর্‌তে দিলুম। কি কর্‌বো বলো, তুমি সখের বরযাত্র পাঠিয়েছিলে, তারাই তো ধ'রে রাখ্‌লে—আমায় বর নিয়ে আস্‌তে দিলে না। তবু দেখ, আর তিনশো টাকা বা'র করেছি।

১মা-প্র। ও মা—তিনশো খানি!

মাত। ওটা যে মেয়েমুখো গো—মেয়েমুখো!

রমা। মেয়েমুখো কি পুরুষমুখো, ফুলশয্যা আসুক, তখন আমার হুঙ্কার শুন্‌বে।

২য়া-প্র। হ্যাঁ গা, ফুলশয্যা আস্‌বে, তা তাদের খাওয়াবার উদ্যোগ ক'চ্চ না?

১মা-প্র। হ্যাঁ গা, বল কি গা? মাগীকে ভিটে বেচতে বল না কি? গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে ঘি ময়দা কিনে লুচি ভেজে রাখুক, তাঁরা

ফুলশয্যা মাথায় ক'রে এসে বাবুর মতন খাবেন। এই তো দেনাপাওনার ছিরি, তাতে আবার ফুলশয্যায খাওয়ান!

মাত। দেখ বামুন-ঠাক্‌রুণ, ন্যায়-অন্যাযের দু' একটা কথা তোমার মুখেই শুন্‌তে পাই।

২য়া-প্র। না গো—দশ জনের বাড়ী থেকে লোক ফুলশয্যা নিয়ে তোমার বাড়ীতে আস্‌বে, না খাওয়ালে তোমাব নিন্দে হবে।

১মা প্র। কেন কিসের নিন্দে? ক'নের বাপ মিন্‌সে এমন ঘর-বর পেযে বাড়ীর পাটাটা লিখে দিতে পারলে না—তাতে নিন্দা হয় না! আব গাঁটের পযসা খরচ ক'বে ফুলশয্যাওয়ালাদের না খাওয়ালে মাগীব নিন্দে হবে!

রমা। (নেপথ্যে কলরব শুনিযা) ঐ বুঝি ফুলশয্যা নিযে আস্‌ছে। গলাবাজী এইবাব শুন্‌বে।

[রমানাথের প্রস্থান।

মোহিত। Damn it—Damn it!

[মোহিতমোহনেব প্রস্থান।

মাত। বামুন-ঠাক্‌রুণ দেখ্‌বে চল—দেখ্‌বে চল, কি ছাই পিণ্ডি পাঠিযেছে দেখ্‌বে চল। এতে খাওযাতে বলো, আমি মাথা হেঁট করে নিজে ময়দা ডলে তোমাকে দিযে লুচি ভাজিয়ে দেব।

[মাতঙ্গিনীব প্রস্থান।

১মা-প্র। বলি হ্যাঁলা তুই এত মাগীকে বোঝাচ্ছিলি? ঐ যে আমার ভাসুরের নামে উকীলের মেয়ের বেতে মাগী শুনেছে, উকীল পাঁচশ হাজাব টাকা দিয়েছে, ওর এই দিকশূল ছেলের বিয়েতে সেই টাকা চান।

২য়া-প্র। আহা শুন্‌ছি, এই দুধের বাছাকে সমস্ত দিন খেতে দেয় নি। আর যাকে তাকে মুখ দেখাচ্ছে, আর এম্‌নি ক'রে ঠোনা

মারছে। এমন সুন্দর মুখখানি কার্তিক পুরুষেরও পছন্দ হ'চ্ছে না ; আর হাড়িঝি চণ্ডী মায়েরও পছন্দ হ'চ্ছে না।

১মা-প্র। চ'না—চ'না দেখি গে—মাগী কি করে।

২য়া-প্র। বোধ হয়, জিনিসপত্তর ফিরিয়ে দেবে!

১মা-প্র। হুঁ! একখানিও না! জিনিসপত্তর সব তুল্‌বে, আর লোকজনকে তাড়াবে ; আর শেষটা এই মেয়েটার উপর ঝাঁজ ঝাড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জোবির প্রবেশ)

জোবি। তুই একলা ব'সে কাঁদ্‌ছিস্ কেন? কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি! শাশুড়ীর পাথরবাঁধা বুক। কাঁদ্‌লে মার্‌বে, হাস্‌লে মার্‌বে!

কিরণ। তুমি কে? আমায় মেরে ফেল্‌বে! সমস্ত দিন ঠোনা মার্‌চে, খেতে বসেছিলুম—টেনে তুলেছে। বিষম লেগেছিল,—মাথায় চড় মেরেছে, মাথা টাটিয়ে রয়েছে। ঘুরে পড়েছিলুম। আমার মাকে বল গে—আমার বাবাকে বল গে!

জোবি। ব'লে কি হবে? তুই পালিয়ে যা, তোর এখনো মা আছে, তুই পালিয়ে বাড়ী যা, পালিয়ে বাড়ী যা! পথ না চিন্‌তে পারিস্, আমি পথ চিনিয়ে বাড়ী নে যাবে। তোর মার মুখ দেখে আমার দুঃখ হয়েছে, তাই তোকে দেখ্‌তে এসেছি। আমি যেন ভিখিরী, গান গাইতে এসেছি। ওই তোর শাশুড়ী আস্‌ছে, আমি গান গাই। তুই বলিস্ নি—আমি দেখ্‌তে এসেছি, কাঁদিস্ নি—কাঁদিস্ নি।

নেপথ্যে মাতঙ্গিনী। (ফুলশয্যাওয়ালাদের উদ্দেশে) নিকালো—নিকালো! মোহিত, চাবুক মেরে সব তাড়িয়ে দে।

জোবি।— (গীত)

খালো ক'নে আফিং কিনে,
বাগিয়ে না হয় রাখ দড়ি।
কলিতে অমর ক'নের শাশুড়ী ॥
ইটে ভিটে বেচে ক'নের বাপের নাইকো পার,
হাত নাড়া দে ক'র্‌বে কত মায়ের তোর খোয়ার,
শাশুড়ীর মুখের তোড়ে, দৌড় মারে ডোমহাড়ি ॥
ম'রে জুড়ো, চোখের জলে হবিলো নাকাল,
উঠ্‌তে খোঁটা, বস্‌তে খোঁটা, শুন্‌বি সাঁজ-সকাল,
তোর শাশুড়ীর সোণার ছেলে,
তুই যে রাঙের খুব্‌ড়ি ॥

(মাতঙ্গিনীর পুনঃ প্রবেশ)

মাত। কে রে ছুঁড়ি—কে রে ছুঁড়ি ?

জোবি। কেন গো, ভিখিরী, ভিক্ষে দেবে তো দাও, নইলে গান গাব। এই গান ধ'র্‌লুম—

মাত। বেরো ছুঁড়ি বেরো ; ক'নের বাপ এই ছুঁড়িকে পাঠিয়েছে।

জোবি।— (গীত)

মাথা খুঁটে পা টিপে তার মন পাবি না কি,
ঝি, রাঁধুনি রাখ্‌বে বুঝি শোন্ গতরখাগী,
জন্মেছিস্ তুই সবার বালাই,
সরে পড়্ হতচ্ছাড়ী ॥

মাত। দেখসে গো—দেখসে, বাড়ী ব'য়ে গালাগাল দিতে পাঠিয়েছে !

জোবি। হিঃ হিঃ হিঃ !

[জোবির বেগে প্রস্থান।

(প্রতিবেশিনীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১মা-প্র। তাই তো গো মোহিতের মা, এমন কুটুম করেছ গা !

মাত। আমার অন্যায় হয়, আমার মুখে চুণকালি দাও। জিনিস-পত্র তো দেখ্‌লে, এখন ক'নের মুখ দেখ। (মুখ খুলিয়া) ও মা, কি গো—এ ছেঁয়ে পেত্নীর ছানা গো! ও মা, এমন মুখ-ভঙ্গি কখন দেখিনি গো—এমন কান্না কখন শুনিনি গো!

২য়া-প্র। তা আর কি কর্‌বে মা! এখন ক্ষীরমুড়কি খাওয়াও, ফুলশয্যা করো, ছেলের কল্যাণ করো।

মাত। ইচ্ছা হচ্ছে, মুখখানা থেঁতো করে দিই!

(চিবুকে আঘাতকরণ)

কিরণ। ও মা গো! আমায় মেরো না গো!

মাত। দেখ বাছা, নরুকে মিন্সের নরুকে মেয়ে দেখ! আমি মার্‌লুম! বুড়ো বয়সে কলঙ্ক নিতে বউ ঘরে আন্‌লুম! ও মুয়ে আগুন—মুয়ে আগুন! (ঠোনা মারিয়া) আমি তোমায় মার্‌লুম—আমি তোমায় মারলুম!

কিরণ। (সভয়ে কান্না চাপিতে চাপিতে) না গো না—না গো না!

(মোহিতমোহন ও রমানাথের পুনঃ প্রবেশ)

মোহিত। Damn it—Damn it! আমি মরিয়া হয়েছি! হয় Christian হ'য়ে মেম বিয়ে ক'র্‌বো, নয় Japan warএ যাবো! রেমো মামা, এই মেলেই যাবো।

রমা। তা যাবে বই কি বাবা—তা যাবে বই কি। (মাতঙ্গিনীর প্রতি) দিদি, বউ আট্‌কাও—বউ আট্‌কাও! দেখ, দু'হাজার টাকা আমি গুণে আদায় করি কি না! বউ আট্‌কাও—বউ আট্‌কাও—কারো কথায় বউ পাঠিও না।

মোহিত। কি রেমো মামা, তুমি এমন কথা বলো? এই dirty nigger আমার বাড়ী থাক্‌বে, আমি wife বল্‌বো? Damn it—Damn it! মা, ভাল চাও তো, এরে বিদেয় করো। আমায়

ডেকেছ কেন ? শীগ্‌গির বলো, আমি চলে যাবো, বাড়ীতে এসে যেন দেখ্‌তে না পাই ; আমাদের party আছে।

মাত। রমা, ফুলশয্যা না কর্‌লে যে অকল্যাণ হবে। মোহিতকে বোঝাও ভাই—মোহিতকে বোঝাও। ও মা, আলক্ষ্মী ঘরে এনে যে ছেলে পর হয় গো!

রমা। বাবাজি, সবুর—সবুর—আমি সবুরে মেওয়া ফলাচ্ছি, আর দু'হাজার তোমায় আদায় ক'রে দিচ্ছি।

মোহিত। কি ক'রে ?

রমা। দেখ না—দেখ না। দিদি, আমি সামগ্রীগুলো ফিরিয়ে দিই গে।

মাত। আর ভাই ফিরিয়ে কি হবে—ফিরিয়ে কি হবে ?

রমা। তবে থাক্। বাবাজি, ফুলশয্যাটা করো। এই এতক্ষণ তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক তাড়াতে আমার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। দিদি, ফুলশয্যা করাও, রাত হ'লো। তুমি ক'নে আট্‌কাও, দু'হাজার টাকা আমি আদায় কচ্ছি। আগে বল্‌তে হয়—আগে বল্‌তে হয়, আপ্‌শোশে আমার হাত কাম-ড়াতে ইচ্ছে যাচ্চে। সদু দিদি ফুলশয্যার সব উদ্যোগ কচ্ছ ?—করো। ক্ষীর-মুড়কি এনেছ ? রাখো। নাও, বাবাজি, বসো ; নাও—ঠাণ্ডা হও, আমি বিলেত যাবার টাকা আদায় কচ্ছি ; ব'স, আসনে ব'স, নাও—ক'নেকে বসাও।

(মাতঙ্গিনীর সবলে কিরণ্ময়ীর হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

কিরণ। (সভয়ে) না গো না, আর মেরো না !

মাত। শুন্‌লি, রমা, শুন্‌লি, হতচ্ছাড়ীর কথা শুন্‌লি ! আমি মার্‌লুম ? দূর হ ! এ বালাই কোত্থেকে এলো গো।

(ধাক্কা দেওন)

কিরণ। ও মা গো, মলুম গো—(পতন)

মোহিত। রেমো মামা, কি Cadaverous ! (ক্ষীর-মুড়কীর বাটী কিরণ্ময়ীর উপর নিক্ষেপ করিয়া) Damn it—Damn it !

[প্রস্থান।

মাত। ও রমা—ও রমা, ত্যাখ্, এ যে নড়ে চড়ে না ! ও মা, কি হলো গো, ভিট্‌কিলেমি ক'রে ম'লো না কি গো !

রমা। তাই তো, তাই তো, মুখে জলের ঝাপ্‌টা দাও—জলের ঝাপ্‌টা দাও !

(প্রস্থানোদ্যোগ)

মাত। ওরে, যাস্ কোথায়—যাস্ কোথায় ? ত্যাখ্ দেখি, মলো নাকি ? দ্যাখ্—ত্যাখ্ !

রমা। এই আলো এনে দেখ্‌ছি। (স্বগত) যঃ পলায়তি, স জীবতি ! আমার হাতে দড়ি না পড়ে, ফুলশয্যা মাথায় থাক্।

[প্রস্থান।

কিরণ। (সভয়ে উত্থিত হইয়া) না গো, মেরো না—না গো, মেরো না, ও মা গো ! (পুনরায় পতন)

মাত। ও রমা, ও রমা ! উঠে আবার মরে যে রে !

২য়া-প্র। বামুন-দিদি—বামুন-দিদি, মুখে একটু জল দাও ! ভয় কি মা—ভয় কি মা, জল খাও—জল খাও। তোমার বাপ এখনি নিয়ে যাবে। (কিরণ্ময়ীকে কোলে লইয়া উপবেশন)

১মা-প্র। (মুখে জল দিয়া) ভয় নাই—ভয় নাই !

২য়া-প্র। মোহিতের মা, তুমি কি মেয়েমানুষ ? এই দুধের বাছাকে আজ দু'দিন ধ'রে যন্ত্রণা দিচ্ছ ? তোমার ভিটেয় কখনো এমন মেয়ে এসেছে ? কখনো এমন সোণার গয়না দেখেছ ? বাপের জন্মে দেড় হাজার টাকা একত্রে গুণেছ ? তোমার ঐ দাগা ষাঁড় ছেলে—তার বিয়ে দিয়ে রাজরাণী হবে ভেবেছ ? তোমার

ঘটে একটু আক্কেল নাই? এই দুধের মেয়ে যদি তোমার তাড়নায় মারা যায়, তখন যে হাতে দড়ি পড়্‌বে, তা ভাবো না? রূপের ধুচুনি!—অন্ধকারে কথা কইলে ছেলেপুলে ডরিয়ে ওঠে, এই সোণারচাঁদ বউ পছন্দ হচ্ছে না!

১মা-প্র। (কম্পিতা কিরণ্ময়ীর প্রতি) ভয় নাই মা, ভয় নাই।

২য়া-প্র। দেখ দেখি, গলায় জল গল্‌ছে না! হাত ধরেছে, পাঁচ আঙ্গুলের দাগ পড়েছে। ভাব্‌চো, বউকে যাতনা দিয়ে আবার টাকা গুণ্‌বে? মায়ে-পোয়ে থানায় গিয়ে কড়ি গুণ্‌তে হবে, তা জানো?

কিরণ। ওমা, কোথায় তুমি—কোথায় তুমি! মলুম গো!

মাত। (উচ্চৈঃস্বরে) কর্ত্তা গো, তুমি কোথায় গেলে গো, একবার দেখে যাও গো, বউ এনে কি খোয়ার দেখ গো! রমা, রমা, পোড়ারমুখো কোথায় গেল? হা'ঘরের ঘরের জলার পেত্নীকে এখনি বিদেয় করুক! রমা—রমা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রূপচাঁদ মিত্রের অন্তঃপুরস্থ দালান।

রূপচাঁদ, দুলালচাঁদ ও যশোমতী।

দুলাল। বাবা—বাবা, তোমার হাতেই আমার প্রাণটি। তুমিই আমার মরণ-কাটি, জীয়ন-কাটি!

রূপ। কি রে কি বল্‌ছিস্‌?

দুলাল। এইবারে বাবা, করুণাময়ের মেয়ে বাগিয়ে দাও বাবা! মরণ-কাটি, জীয়ন-কাটি তোমার হাতে বাবা। নারাজ হয়োনা, বড় ব্যথা পাবো বাবা!

রূপ। আরে আবাগের ব্যাটা, কি বল্‌ছিস্‌, ভাল ক'রে বল্‌না?

দুলাল। করুণাময়ের মেজো মেয়ে মজুত বাবা! দেখ্‌তেও খুব জমকালো রকম! তার সঙ্গে আমার বে লাগিয়ে দাও।

যশো। হ্যাঁ গা, দুলাল যদি বায়না নিয়েছে, তবে ওই খানেই বে দাও না, আর পাঁচটা সম্বন্ধ কেন?

রূপ। আরে তুমিও খেপ্‌লে না কি? ঘটক পাঠালুম, টাকা কব্‌লালুম, করুণাময় রাজী হয় কই?

দুলাল। এইবারে বাবা ছিপে গেঁতেছ, কেবল খেলিয়ে তুল্‌লেই হয়। রেমো মামা চার-টার ফেলে সব ঠিক ক'রেছে।

রূপ। রমানাথ কি রাজী করেছে?

দুলাল। মুচ্‌ড়ে রাজী করতে হবে বাবা! রেমো মামা দালালি ক'রে তোমার শীকার ঠিক জোগাড় ক'রে দিয়েছে! মোহিত ঘোষ, যে তোমার কাছে বাড়ী বাঁধা রেখেছে, তারা দু'ভাই। সে একলা মার এক ছেলে ব'লে তোমায় বাড়ী রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছে। এখন তুমি মোচড় দাও বাবা!

রূপ। তারে মোচড় দিয়ে কি হবে?

দুলাল। তুমি থেকে থেকে ন্যাকা হও বাবা, এতেই আমার গা জ্বালা করে। মোহিত ঘোষ—করুণাময়ের বড় মেয়েকে বে করেছে জান না বাবা? এখন তুমি পুলিশ থেকে ওয়ারিণ বার করো। করুণাময় বোস বাপ্ বাপ্ ক'রে মেয়ে দিতে পথ পাবে না বাবা!

রূপ। অ্যাঁ, সত্যি নাকি, সেই বয়াটে ছোঁড়াটা তার জামাই?

দুলাল। তা নয় তো কি বাবা! আমার সে চৌদ্দ পুরুষের কে, যে রেমো মামার খোসামোদ ক'রে তারে বাগানে নিয়ে যাই, স্যাম্পেন খাওয়াই, মতিয়ার সঙ্গে জুটিয়ে দিই—মতিয়ার প্রেমে মজ্‌গুল ক'রে দিই! নইলে কি জাল ক'রে তোমার কাছে টাকা ধার করে? পিরীতের দায়ে ধার করেছে বাবা! কেঁদে বেড়াত—মতিয়া বেটী ঘরে ঢুক্‌তে দিত না, তাই ধার করেছে বাবা!

রূপ। বটে—বটে, তবে তো করুণাময় ব্যাটাকে বাগে ফেলিছি।

দুলাল। তবে আর তোমাকে বল্‌চি কি? মা, দেখ, 'কানা খোঁড়ার একগুণ বেশী' কি না দেখ! বাবা ফন্দী ক'রে লোকের বিষয় গেঁড়া কর্‌তে পারে। বাবা, বল, ধর্ম্মকথা বল, এ বুদ্ধি তোমার মাথায় আস্‌তো না, মার কাছে স্বীকার পাও, তোমার দুলাল কেমন দাঁও বাজ! তুমি ম'লে তোমার বিষয় রাখ্‌তে পারবে কিনা, বোঝ বাবা!

রূপ। আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা, আমি ওয়ারিণ বার ক'চ্ছি।

দুলাল। মা, এই বার বাবার মতন বাবা! আর কথা ঝেড়ে ফেলো না বাবা!

রূপ। যাক্—ছেলেটা ধরেছে, বুঝলে গিন্নী! মনে ক'রেছিলুম ভয় দেখিয়ে বাড়ীখানা বাগিয়ে নেব, তা যাক্—

দুলাল। ও যেতে দাও বাবা! তুমি বেঁচে থাকো, অমন দু'শো বাড়ী বাগিয়ে নেবে। বিশ্বামিত্র গোত্র, মিত্তির গুষ্টির জেদ বজায় রাখো বাবা।

যশো। দুলো আমার খুব—দুলো আমার খুব! খুব বুদ্ধি বা'র করেছে, খুব বুদ্ধি বা'র করেছে।

দুলাল। মা, কেমন তোমার দুলালচাঁদ বলো?

যশো। আমার দুলালচাঁদ—আমার দুলালচাঁদ! (চিবুক ধরিয়া আদরকরণ)

দুলাল। চাঁদের উপর চাঁদ তোমার বউ ঘরে আন্‌ছি মা! বাবা, তাড়াতাড়ি যোগাড় করো, নইলে শুন্‌ছি সম্বন্ধ হচ্চে, বেহাত হ'য়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

করুণাময় ও সরস্বতী।

করুণা। দেখ গিন্নি, চারা নাই। অনেক খুঁজে পেতে তো প্রথম পক্ষের বরে দিয়েছিলুম, লাভ এই হ'ল যে বিধবার মত মেয়ে গলায় পড়্‌লো।

(হিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

হিরণ। মা, বাবার ঠাঁই কর্‌বো ?

সর। ও মা অবাক্! তুই খেতে খেতে উঠে এলি নাকি?

হিরণ। না মা, আমি খেয়েছি।

সর। সে কি রে, তুই ডেকে একটু মিষ্টি নিতে পার্‌লিনি? একটু ক্ষীর নিতে পার্‌লিনি ? কর্ত্তা ডাক্‌লে,—চলে এলুম! তুই, যা দিলুম, তাই খেয়ে চ'লে এলি? আজ যা হোক বাড়ীতে পাঁচ রকম হ'য়েছে, তাও তোর বরাতে নেই!

হিরণ। আমার পেট ভরেছে। আমি ঠাঁই করি গে।

সর। কে জানে বাছা!

[হিরণ্ময়ীর প্রস্থান।

দেখেছ—অল্‌বড্ডে মেয়ে, কচিবেলা থেকে ও খাবো বল্‌তে জানে না।

করুণা। সে ভাল, পরের বাড়ী যাবে, কে জানে বরাতে কি আছে।

সর। হ্যাঁ গা, এবার সব ঠিক ঠাক্ খবর নিয়েছ তো?

করুণা। এবার তো আর ঘটকের মুখে নয়। তোমায় তো সব বলেছি—পাত্রটী আমার জানা, সরকারী আফিসে কাজ করে। দেড় শো টাকা মাইনে পায়, বছর বছর মাইনে বাড়্‌বে। তবে দোষের মধ্যে প্রথম পক্ষের গুটি দুই ছেলে আছে। তা আর কি কর্‌বো! কিছু দিতে থুতে হবে না, তাতেই পাঁচ শো টাকা পড়্‌বে। সেও ভাব্‌চি, সেকেণ্ড মর্টগেজ না কর্‌লে নয়। প্রথম মর্টগেজের সুদ এক পয়সাও দিতে পারি নি। এক বছর ধ'রে কিরণের ব্যামো; ওরা খবর নেন আর না নেন, আমরা তো সম্বৎসর ধ'রে তত্ত্ব করে এলুম; তোমার

অসুখ গেল। ক'টি টাকা ঘরে আনি বল? যাই হোক্, না ধার ক'র্‌লে তো নয়।

সর। বরটীর বয়স কত? আমার বোধ হচ্চে, বয়স একটু ভারি হয়েছে।

করুণা। দোজপক্ষের যেমন হয়—চল্লিশের ভেতর। শুন্‌তে পাই, খুব ভদ্র। যা বল্‌ছি, তাতেই রাজী।

সর। তা এত তাড়াতাড়ি কেন?

করুণা। বে ক'রে বড়লাটের সঙ্গে সিম্‌লে যাবে।

সর। তুমি কি জামাই-বাড়ী নিমন্ত্রণ করো নি?

করুণা। কেন নিমন্ত্রণ কর্‌বো না? হরার সঙ্গে নলিনকে দিয়ে নিমন্ত্রণ কর্‌তে পাঠিয়েছিলুম মোহিতের সঙ্গে দেখা হয় নাই, শুন্‌লুম মাগী ছেলেটাকে জল খেতেও বলে নি।

সর। কে পত্র ক'র্‌তে এসেছিল?

করুণা। জ্ঞাত-সম্পর্কে জ্যাটা হয়, সেটীও খুব ভদ্রলোক। আমরা বা কি খাওয়ান-দাওয়ানের উদ্যোগ ক'র্‌তে পেরেছি—মিন্সের একমুখে শত সুখ্যাতি, বলে, রাজারাজড়ার বাড়ীতে এমন উদ্যোগ হয় না। আর তোমার মেয়ে দেখেও খুব খুসী—বলে. রাজরাণী—রাজরাণী! আমি একটী মোহর দিয়ে দেখে এসেছিলুম, মেয়ের দুই হাতে দু'টী মোহর দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লে।

সর। বড্ড তাড়াতাড়ি হলো, কালই গায়ে হলুদ দেবে।

করুণা। আমাদের তো কিছু উদ্যোগ কর্‌তে হবে না। গয়নার হিসাবে পাঁচ শো টাকা ধ'রে দেব।

সর। বড্ড যে তাড়া পড়্‌লো।

করুণা। ফুলশয্যার পরদিনই বরকে সিম্‌লে যেতে হবে।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ও গো, বাইরে জামাইবাবু এসেছে।

সর। সত্যি নাকি ?

ঝি। হঁ্যা গো! আমি কি মিছে বলছি, তোমার জামাইকে কি আমি চিনি নাই ? সেই খুদে চুরোট মুয়ে লাগিয়ে ফুঁক্চে!

করুণা। এত রাত্রে কি মনে ক'রে ?

সর। হাজার হোক জ্ঞান হয়েছে কি না। মাগীই বজ্জাত, আর এদানি আমরা তো জামাই আন্‌তে পাঠাই নি, তাই বোধ হয় পত্রের অছিলেতে এসেছে।

করুণা। ঠিক সময়ে এলে পাঁচজনে দেখ্‌তো, যাক্, এসেছেন— আমার মাথা কিনেছেন। আমি বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিই গে। ঝি, একটা আলো নিয়ে আয়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বি।

সর। তুমিও শীগ্‌গির ক'রে এসো, রাত হ'য়েছে, খাবে দাবে না।

[করুণাময় ও তৎপশ্চাৎ ঝিয়ের প্রস্থান।

মেয়েটা তো মনের দুঃখে একরকম হ'য়ে থাকে, একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিই।

[প্রস্থান।

(আলোহস্তে অগ্রে ঝি, পশ্চাৎ মোহিতমোহনের প্রবেশ)

ঝি। এইখানে বোস্ করুন্। তা হঁ্যা গা, এতদিনে কি দিদিমণিকে মনে পড়্‌লো গা ?

মোহিত। Damn it—তাকে পাঠিয়ে দাও।

ঝি। আর যে ঘর চলে নি গো! বোস্ করো—খাবার আস্‌ছেন, খাও! রাত তো আর পোয়াই নি গো। এস্‌বে বই কি, এস্‌বে নি ?

মোহিত। না, খাবার আন্‌তে হবে না, পাঠিয়ে দাও।

ঝি। ও দিদিমণি, এস গো—তর ক'রে এসো, জামাইবাবুর আর তর সচ্চি নি।

[প্রস্থান।

মোহিত। মতিয়া—মতিয়া! সবুর করো, গয়না খুলে নিয়েই গোলাম হাজির হচ্ছে। মতিয়া—মতিয়া—জানের জান মতিয়া, তোমার health পান করি মতিয়া! (পকেটস্থ শিসি লইয়া মদ্যপান)

(অগ্রে ঝি ও তৎপশ্চাৎ খাবার হস্তে কিরণ্ময়ী
ও সরস্বতীর প্রবেশ)

ঝি। এই নাও, দিদিমণিকে এনেছি—ভোর রাত সোহাগ করো।

সর। যা, জলখাবার দিগে, লজ্জা করিস্ নে, কাছে ব'সে খাওয়া। আমি চল্লুম, কর্ত্তাকে খাবার দিই গে।

[সরস্বতীর প্রস্থান।

(অবগুণ্ঠনবতী কিরণ্ময়ীর মোহিতের সম্মুখে
জলখাবার স্থাপন)

মোহিত। Damn it—তোমার গয়না কি হলো? খাবার নিয়ে যাও, গয়না পরে এসো। ঝি, সরে যাও।

ঝি। ও মা, বড় সোহাগ! কানাচ পেতে শুনি।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

মোহিত। দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, গয়না পরে সেজে এসো, আমি অমন ভালবাসি নি।

কিরণ। আমার তো গয়না কিছুই নাই। ঠাক্রুণ পাঠিয়ে দেবার সময় সব খুলে নিয়েছেন। মা তাঁর হাতের দু'গাছি বালা পরিয়ে দিয়েছেন।

মোহিত। শুধু দু'গাছি বালা, আর তাঁর কিছু গয়না নেই? যাও পরে এসো।

কিরণ। মারও তো গয়না নাই, সব বাঁধা পড়েছে।

মোহিত। Damn it—তবে কি হ'লো! মতিয়া—মতিয়া, তুমি এত নির্দ্দয়!—ওঃ! আমার যে প্রাণ যায়!

কিরণ। তুমি অমন ক'চ্চ কেন?

মোহিত। হুঁ—কি কচ্ছি? সব জুচ্চুরি—জুচ্চুরি, গয়না নাই—গয়না নাই? তবে আমি চল্লুম—তবে আমি চল্লুম! উঃ, মতিয়া—মতিয়া! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না! মতিয়া—মতিয়া, আমায় বনবাস দিয়েছ মতিয়া! তোমার পালঙ্ক্ ছেড়ে আমি কোথায় এলেম! আমি চল্লুম—চল্লুম। দাও—দাও—বালা দু'গাছা দাও। দেখি—দেখি—আমি অমনি বালা গড়িয়ে দেবো। দাও—দাও—

(উত্থান ও পতন)

কিরণ। ও মা—মা, শীগ্‌গির এসো।

(বেগে সরস্বতী ও পশ্চাতে ঝিয়ের প্রবেশ)

সর। কি রে—কি রে?

কিরণ। ও মা, কি ক'চ্চে দেখ!

মোহিত। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) দাও—দাও, নইলে হাত মুচ্ড়ে কেড়ে নেবো। মতিয়া, কোথায় তুমি!

সর। ও মা, কি হলো! কে কি খাইয়ে দিয়েছে না কি গো! ও মা, এমন ক'চ্চে কেন গো! ও ঝি—ও ঝি, কর্ত্তাকে ডাক্—কর্ত্তাকে ডাক্।

ঝি। ও গো সর্দ্দি-গর্ম্মি নেগেছে, তুমি মুয়ে জল দাও, বাসাত করো।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

সর। বাবা মোহিত—মোহিত।

মোহিত। Damn it—গয়না পরিয়ে দাও—এখনি পরিয়ে দাও! মা, টাকা বার কর্‌বে তো করো, নইলে এই সিন্দুক ভাঙ্‌লুম —ভাঙ্‌লুম। টাকা নিকালো। গয়না পরিয়ে দাও—গয়না পরিয়ে দাও, কই, বালা দেখি—বালা দেখি,আমি গড়িয়ে দেবো—গড়িয়ে দেবো। দাও দাও, আমায় দাও, মতিয়া—মতিয়া!

(করুণাময়ের প্রবেশ)

সর। ওগো—দেখ গো, জামাই কেমন কচ্ছে দেখ!

করুণা। (মদের দুর্গন্ধে) উঃ—গিন্নি, আর দেখ্‌ছ কি? কিরণের বিকার হয়েছিল, বড্ডই ভেবেছিলে, বড্ডই দেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছিলে, কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দিয়েছিলে; আবার দেবতার কাছে মাথা খোঁড়ো, আবার কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দাও, প্রার্থনা করো—কিরণ মরুগ—তিনটে মেয়ে একত্রে মরুগ। আমার উচিত কি জানো, যখন মেয়ে জন্ম দিয়েছি, তুষানল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা, আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি কর্‌লুম, কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম! বাড়ী বাঁধা দিয়ে, অপমান সহ্য ক'রে মাতালের হাতে কিরণকে দিলুম। কিরণের শাশুড়ী বউকাঁটকি, বউকালেই না হয় যন্ত্রণা দিত, এ কি—হাত-পা বেঁধে বাছাকে যন্ত্রণা-সাগরে ফেলে দিলুম—মাতালের হাঁটু ছুঁয়ে কন্যা সম্প্রদান করেছি! বিধাতা, আরো অদৃষ্টে কি লিখেছ জানি না!

সর। ওগো না—না, দেখ—দেখ, বাছাকে কে কি খাইয়েছে, ওই দেখ—কেমন কচ্ছে! তুমি শীগ্‌গির ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাও। ও মা, পরের বাছা এতদিন পরে কেন এলো গো! তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ? দেখ্‌ছো না—দেখ্‌ছো না, দম আট্‌কে যাচ্ছে।

মোহিত। মতিয়া—মতিয়া! (হস্ত প্রসারণ)

করুণা। গিন্নি, দেখ্‌ছ কি—দুর্দ্দান্ত মাতাল! কোন বেশ্যার বাড়ী মদ খেয়ে এসেছে, নেশার ঝোঁকে তাকে খুঁজ্‌ছে! দেখ্‌ছ না, মুদ্দর হ'য়ে পড়্‌লো! মাথায় জল দাও, বাতাস করো, কাল ভোর হ'লেই গাড়ী ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দিও। গিন্নি, মনে করো, কিরণ তোমার বিধবা, বিধবারও অধম—নচ্ছার মাতালের স্ত্রী। গিন্নি, আমাদের উচিত কি জানো? কিরণকে নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ডোবা, নইলে দিন দিন যন্ত্রণা—দিন দিন যন্ত্রণা! ওঃ! আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে—আমার মাথা ঘুর্‌চে—আমি চল্লুম। ভয় নাই, মর্‌বে না, তোমার কিরণের তেমন কপাল নয়।

[প্রস্থান।

সর। ও ঝি—ঝি, মাথায় একটু জল দে বাছা। কর্ত্তা রাগ ক'রে গেল, তুই যা বাছা—মধু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। বাছার কি অসুখ হয়েছে।

ঝি। ওগো, না গো—মদ খেয়েছে, বো ছাড়্‌ছে দেখচো নি! আমাদের বাড়ীওয়ালার মানুষটো ওম্‌নি খেয়ে এসে তোলাক্তে থাকে।

সর। তবে সত্যি কি আমার কিরণের এই সর্ব্বনাশ! সত্যি কি আমার কিরণকে মাতালের হাতে দিলুম! সত্যি কি আমার কিরণ স্বামী থাক্‌তে বিধবা হলো! মা কালী, কি কর্‌লে! আমি যে বড় সাধ ক'রে কিরণের ভাত তোমার বাড়ীতে দিয়ে এসেছি,—আমি যে বড় সাধ ক'রে কিরণের বে দিয়েছি। আমি যে তোমায় বুকের রক্ত দিয়ে কিরণকে ফিরে পেয়েছি। মা গো,

ভেবেছিলুম, জামাই হবে, মেয়ের বদলে ছেলে পাবো! কি সর্ব্বনাশ হলো! আমার গর্ভপাত হয় নি কেন? আমার মরণ হয় নি কেন? এই যন্ত্রণা দেখ্‌তে হলো!

মোহিত। কুচ পরোয়া নেই। গয়না লে আও—গয়না লে আও।

[দ্রুতবেগে উত্থান এবং "মতিয়া মতিয়া" বলিয়া প্রস্থান।

[সরস্বতী ও ঝিয়ের দ্রুত প্রস্থান।

(নেপথ্যে পতন-শব্দ)

নেপথ্যে সর। ও ঝি, ডাক ডাক—কর্ত্তাকে ডাক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

করুণাময়ের বহির্ব্বাটী।

(ঝাঁটা-হস্তে ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ও মা গো, সমস্ত রাত কি তোলালে গো! গন্ধে গা'টা আড়পাড়িয়ে উঠ্‌ছে। থাক্ এখন বাসনমাজা, বাবুর ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নেয়ে আসি। মা গো, বড় দিদিমণি কি নিঘিন্নে, দু'হাতে তোলানিগুলো ধর্‌লে! কি চিক্কুরী গো, কাণে তালা ধ'রে যায়। চলে গেল—বালাই গেল। আমাদের ঘরকে অমন জামাই হ'লে মুয়ে নুড়ো জেলে দিই।

[প্রস্থান।

(করুণাময়ের প্রবেশ)

করুণা। ছিঃ ছিঃ, দেখে শুনে কি পাত্রেই মেয়ে দিয়েছি, মেয়ের বৈধব্য-কামনা হচ্ছে!

(সরস্বতীর প্রবেশ)

সর। বেয়ান ঠাক্‌রুণ এসেছেন।

করুণা। কি—কেন? জামাই বাড়ী যায় নি না কি?

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। আর বেয়াই, আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—মোহিত আমায় পথে বসিয়েছে! রূপচাঁদ মিত্তিরকে দু'হাজার টাকায় বাড়ী বেচেছে।

করুণা। সে কি?

মাত। আর সে কি! রমা আমায় খবর দিলে। সত্যি বেয়াই, সত্যি সর্ব্বনাশ হয়েছে। তুমি বাঁচাও তো বাঁচি, নইলে আমি পথে দাঁড়ালুম।

করুণা। আমি কি কর্‌বো?

মাত। তুমি সব পারো, তোমার হাতেই মরণ-বাঁচন। কায়েতের ঘরের গরু, রূপচাঁদ মিত্তিরকে বাড়ী বেচেছে, আবার কোর্টে বলেছে, আমি এক ছেলে, আমি বিষয়ের ওয়ারিসান। এখন রূপচাঁদ মিত্তিরকে টাকা দিলেও ফির্‌বে না।

করুণা। টাকার যোগাড় আছে?

মাত। সবই ভাই তোমায় কর্‌তে হবে। তুমি যা দিয়েছিলে, প্রায় তা দেনা শুধ্‌তেই গেছে। যে ক'রে সংসার কচ্ছি, তা ওপরে

ধর্ম্মই জানে, আর আমি জানি। দেনা করে দু'টি ছেলে মানুষ ক'চ্ছি।

করুণা। (স্বগত) মানুষ আর কই করেছ, ভূত করেছ! (প্রকাশ্যে) আমায় আর কাট্‌লেও রক্ত নাই, কুট্‌লেও মাংস নাই।

মাত। রমা বলেছে, তুমি রক্ষে কর্‌তে পারো। তোমার টাকা লাগ্‌বে না, কড়ি লাগ্‌বে না, কিচ্ছু না।

করুণা। সে কি, রমানাথ কি বলেছে?

[সরস্বতীর প্রস্থান।

(রমানাথের প্রবেশ)

রমা। ম'শায় ...েল, তা মুখে আন্‌বার যো নাই। সে কথা আপনাকে আর কি শোনাবো!

করুণা। তবু কি শুনি।

(দুলালচাঁদের প্রবেশ)

দুলাল। শুন্‌বে বাবা, শুন্‌বে? আমায় তুমি তোমার মেজো মেয়েটি দাও। বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি, দু'সুট জড়োয়া গয়না ছাড়্‌ছি। তোমার মেয়েটির গায়ে হাতও দিতে চাচ্ছি নি, শুধু মালাটি গলায় দিয়ে, আমি বাগানের ছেলে বাগানে চলে যাচ্ছি।

করুণা। ইনিই রূপচাঁদ বাবুর পুণ্যি—না?

দুলাল। হাঁ বাবা, আমি একলা মার এক ছেলে। করুণাময়, করুণা ক'রে চেয়ে দেখ! কুঁজ ঢাকা দিয়ে বস্‌লে, আমার চেয়ে তোমার বড় জামাই কিছু বেশী চেহারাবাজ হবে না।

মাত। ও বেয়াই—কি হবে বেয়াই! তুমি রাজী হও বেয়াই, নইলে মজি বেয়াই।

করুণা। বে'ন, নুন খাইয়ে ছেলে মার্‌তে পার নি, আমার বরাতে ছেলে জিইয়ে রেখেছ! আমার জামাই চাইনি, মেয়ের বর চাইনি, দোর চাইনি। আমি কাল পত্র করেছি, সে পত্র ভেঙ্গে এই অকালকুষ্মাণ্ডকে মেয়ে দেব! ভদ্রসমাজে আর মুখ দেখাবো না! আবার একটির গলায় পাথর বেঁধে জলে ফেলে দেব!

দুলাল। বাবা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না বাবা। নগদও কিছু ছাড়্‌চি, বাবাকে ব'লে তোমারও মাসোহারা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

করুণা। চলে যাও আমার বাড়ী থেকে।

দুলাল। যাব কেন বাবা? তোমার জামাই হতে এসেছি, যাবো কেন বাবা? তোমার বড় মেয়ে কোন্ সুপাত্রে দিয়েছ বাবা? আমার কুঁজ একদিকে,আর তোমার বড় জামাইয়ের বুদ্ধি একদিকে, ওজন করো বাবা! তার চালচুলো যা ছিলো. তা তো আমার হাতে এসেছে বাবা, তাকে তো পথে বসিয়েছি বাবা। তোমার সব দিক্ বজায় হচ্ছে, এ সম্বন্ধ তোমার কি মন্দ হচ্ছে বাবা!

মাত। বেয়াই, রক্ষে কর—বেয়াই, রক্ষে কর।

দুলাল। চুপ কর না বাবা! আমি টাকার সুরে গাওনা ধ'রেছি, তোমার ও বেয়াড়া সুর লাগ্‌বে কেন!

করুণা। রমানাথ বাবু এই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ, না?

রমা। আজ্ঞে না, তা নয়, তবে কি জানেন, সব দিক্ বজায় থাক্‌তো —সব দিক্ বজায় থাক্‌তো।

করুণা। বটে! বেরোও, আমার বাড়ী থেকে বেরোও।

দুলাল। বাড়াবাড়ি ক'চ্ছ কেন বাবা, শেষ ঘাড় নুইয়ে আস্‌তেই হবে বাবা! আমি নাছোড়বান্দা!

করুণা যাও, বাড়ীতে ব'সে বেল্লিকপনা ক'রো না।

দুলাল। বেল্লিকপনা কি কচ্ছি বাবা? আমি তোমার মেয়েটি চাচ্ছি বই তো নয়। রাজি হ'লে সুড়্ সুড়্ ক'রে চলে গিয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দিই, পত্র ক'রে যায়।

করুণা। (নিকটবর্ত্তী পতিত বংশ উত্তোলন করিয়া) যাও—নিকালো।

দুলাল। যাচ্ছি বাবা, নাদ্না ঝেড়ো না বাবা!

করুণা। বেরোও—বেরোও সব।

রমা। আচ্ছা বাবা, তোমার হাত-পা নাড়া বুঝে নিচ্ছি।

দুলাল। না বাবা, এখন বোঝাবুঝি কাজ নেই বাবা, যখন বুঝ্লে, তখন বুঝ্বো বাবা, এখন নেংচে চ'লে যাচ্ছি বাবা। রেমো মামা, নিয়ে যাও বাবা—এখনি নাদ্না ঝাড়বে, নিয়ে যাও বাবা।

[রমানাথ ও দুলালচাঁদের প্রস্থান।

মাত। ও বেয়াই, সর্ব্বনাশ হবে বেয়াই। শুন্ছি পুলিসে দেবে, তোমার বড় মেয়ে গাছতলায় বস্বে!

করুণা। সে তো যে দিন বিয়ে দিয়েছি, সেই দিনই গাছতলায় বসেছে! কাল তোমার পুত্র এসেছিলেন—মেয়ের গায়ের গয়না চুরি কর্তে, বড় নৈরাশ হয়ে চলে গিয়েছেন। আজ তুমি এসেছ পত্র ভাঙ্তে। আমার বড় মেয়ে বিধবা হয়েছে, তুমি বাড়ী যাও।

মাত। ও বেয়াই, বেয়াই, আমার বড় সাধের মোহিত বেয়াই! শুন্ছি, থানায় দেবে বেয়াই! তা'হলে আর আমার মোহিতকে পাব না। উপায় থাক্তে মেয়েকে বিধবা করো না।

করুণা। বেন ঠাক্রুণ, আমি পত্র করেছি; এই গায়ে হলুদের সামগ্রী এলো ব লে,সন্ধ্যের সময় বর আস্বে। অর্দ্ধেক বাড়ী ছেড়ে

দাও গে। রূপচাঁদ মিত্তিরের পায়ে-হাতে ধ'রে যতদূর পারি, চেষ্টা পাবো। না শোনে—আর কি করবো—পত্র ভেঙ্গে দিতে পারবো মা, আমায় মাপ করো।

মাত। ও মা, কোথাকার নরুকে মিন্সে গো! ঝি-জামাইয়ের মুখ চায় না! ও মা কি চামার মিন্সে গো—ও মা কি হবে গো! কেন এই ছোটলোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলুম গো!

করুণা। বে'ন, ভালয় ভালয় বাড়ী যাও। তুমি মেয়েমানুষ, তোমায় আর কি বলবো! আমার জামাই কই? জামাই কি আমার আছে? যে দিন তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি, সেই দিনই মেয়ে আমার বিধবা হয়েছে!

[করুণাময়ের প্রস্থান।

মাত। এত অহঙ্কার—এত অহঙ্কার! ধর্ম্মে সইবে না—ধর্ম্মে সইবে না—ধর্ম্মে সইবে না!

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

—*—

করুণাময়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

কিরণময়ী ও জোবি।

জোবি। কাঁদ্‌ছিস্, কাঁদ্, আমিও কেঁদেছি—খুব কেঁদেছি! এখন বুঝেছি, কেঁদে কি করবো? আমিই কাঁদবো, আর তো কেউ কাঁদবে না! তাই আর কাঁদি না, গান গেয়ে বেড়াই।

কিরণ। ভাই, আমার মতন দুঃখিনী আর কেউ আছে? এমন স্বামী থাক্‌তে বিধবা আর কেউ আছে? আমার সব থেকে কিছুই নাই। কাল স্বামী এলেন, শুনে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেলেম। বড় আশায় কাছে গেলেম, মনে হলো বুঝি এত দিনের পর দাসীকে মনে পড়েছে, বুঝি পায়ে স্থান পাবো। স্বামীর ব্যবহারে বুকে শেল বাজলো! তবু মনকে প্রবোধ দিলুম, চক্ষে তো দেখ্‌লুম, কথা তো শুন্‌লুম; তিনি আমায় পায়ে ঠেল্‌লেন, কিন্তু আমি তো তাঁর দাসী, কখনো না কখনো আবার দেখা পাব, আবার কথা কবো, একদিনও সেবা কর্‌তে পাবো। না পাই, একদিনও তো দেখা পেয়েছি, তাই মনে মনে ভাব্‌বো, সেই ধ্যানে থাক্‌বো। কিন্তু সকালে উঠে কি শুন্‌লুম! থানায় আমার স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তাঁকে চোর-ডাকাতের সঙ্গে রাখ্‌বে। চিরদিন তিনি মায়ের আদরে কাটিয়েছেন, থানায় নিয়ে গেলে তিনি আর বাঁচ্‌বেন না। আমার সকল আশা ফুরুলো, আর তাঁর দেখা পাব না।

জোবি। তোর মাকে বলেছিস্?

কিরণ। মা জানেন, বাবা জানেন, কিন্তু কি উপায় হবে! বাবা বলেন, আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে। তিনি আমার বোনের বে' নিয়ে ব্যস্ত, আমার দুঃখের কথা একবারও মনে জায়গা দেন না। আমার দুঃখে দুঃখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ নাই! আমি কাঁদ্‌বো না তো কাঁদ্‌বে কে?

জোবি। কাঁদ্—কাঁদ্, তোর স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে? আহা তুই আমার চেয়েও দুঃখী। আমি তবু আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পাই, তবু তার সঙ্গে কথা কইতে পাই, ভিক্ষে ক'রে

পয়সা পেলে পয়সা দিই! আহা, তোর স্বামীকে ধ'রে নিয়ে যাবে! তুই কাঁদ্—তুই কাঁদ্!

কিরণ। তোমার স্বামী আছে? তোমার স্বামীর দেখা পাও? তবে তো তুমি রাজরাণী! তোমায় কাঙ্গালিনী মনে কর্‌তুম, তুমি কাঙ্গালিনী নও, আমিই কাঙ্গালিনী!

জোবি। তুই সত্যিই কাঙ্গালিনী। তুই আমার মত যেখানে সেখানে যেতে পাস্‌নে, তোর স্বামীর দেখা পাস্‌নে, মনের দুঃখ চেঁচিয়ে বল্‌তে পাস্‌নে, মনে মনে গুম্‌রে থাক্‌তে হয়। তোর স্বামী কোথায় আছে জানিস্, তবু তুই এক জায়গায়, সে এক জায়গায়। তুই কাঁদ্—কাঁদ্। তোকে কাঁদ্‌তে বারণ কর্‌বো না, আমিও তোর সঙ্গে কেঁদে যাবো। আমি তোর স্বামীকে রোজ দেখে আস্‌বো, দেখে এসে তোরে বল্‌বো। তুই কাঁদ্—কাঁদ্! তুই সত্যিই বলেছিস্, তোর কাঁদ্‌তে জন্ম।

কিরণ। আহা, তোমার স্বামী আছে, তোমার সঙ্গে কথা কয়! তবে তুমি অমন ক'রে বেড়াও কেন? তুমি কেন তোমার স্বামীর কাছে থাকো না?

জোবি। আমার স্বামী কি আমায় চেনে? আমায় ছাঁদ্‌লাতলায় দেখেছিল, একদিন মদ খেয়ে লাথি মেরেছিল।

কিরণ। তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ী থাকো না কেন?

জোবি। কোথায় শ্বশুরবাড়ী? বাড়ী মদ খেয়ে বেচেছে! আমার শাশুড়ী ম'রে গিয়েছে—সে পরের বাড়ী থাকে, আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কিরণ। তুমি কেমন ক'রে তাকে চিন্‌লে?

জোবি। কেমন ক'রে চিন্‌লুম! তুমি এমন কথা বল্‌ছো? তুমি

কেমন ক'রে চিন্‌লে? তোমার বের দিন মনে করো, রাঙ্গা বর হবে—কত আমোদ মনে করো। স্বামীর পাশে বস্‌লে, স্বামীর মুখ দেখ্‌লে, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, কেমন ক'রে চিন্‌লুম? সে কথা মনে ক'রে সুখ-ভেবে সুখ—স্বামীর বাড়ী দুঃখ পেয়েছিলুম, তাতে সুখ, স্বামী লাথি মেরেছিল, তাতে সুখ, স্বামী নিয়ে সবই সুখ! সে সুখ কে ভুলবে বলো?

কিরণ। সত্য বলেছ। এখন মনে হয়, বাবা কেন আমায় নিয়ে এলেন! যদি শ্বশুরবাড়ী মর্‌তুম, সেও আমার ভাল ছিল, তবু আমি আমার স্বামীকে দেখ্‌তে পেতুম। তবু তাঁর সেবা কর্‌তে পেতুম! শাশুড়ী যন্ত্রণা দিত, দিতই বা—এ যন্ত্রণা হ'তে কি বেশী যন্ত্রণা হতো! হয় তো আমি সেথা থাক্‌লে, একদিন না একদিন আমার পানে ফিরে চাইতেন, একদিন না একদিন দয়া হতো, হয় তো দাসী ব'লে পায়ে রাখ্‌তেন। আমি ঘরে থাক্‌লে হয় তো এতটা ব'য়ে যেতেন না। ভাব্‌ছি, বাবা আমায় কেন নিয়ে এলেন! কি সুখে রেখেছেন, কি সুখে রাখ্‌বেন! আমার স্বামী যদি কয়েদ হয়, কি সুখে আমি অন্ন মুখে দেব, কি হলো—কি হবে!

জোবি। ত্মাখ্‌ ভাই, আমার মা একটি কথা বলেছিল, সেই কথাটি তোকে আমি বলি, শোন্‌,—মা বলেছিল, বড্‌ড দুঃখ পেলে মধুস্দনকে ডাকিস্‌। আমি ডাক্‌তুম, এখনো ডাকি। মধুস্দন আমায় গান শেখায়, গান গেয়ে মনের আনন্দে থাকি। আমার স্বামীকে খুঁজে বেড়াতুম্‌, মধুস্দন একদিন দেখিয়ে দিলে। তুইও মধুস্দনকে ডাক্‌, আর তো তোর কেউ নাই। যার স্বামী দেখ্‌তে পারে না, তার কেউ নাই, কেবল মধুস্দন

আছে। তাঁকে ডাক্, তাঁর কাছে কাঁদ্। ছাখ্, আমার মনে মনে আশা হয়, একদিন আমার স্বামী আমাকে চিন্‌বে, আমাদের ঘর-ঘরকন্না হবে। তুইও ডাক্, তোর মনেও আশা হবে। মধুস্থদন দেখা দেয় না, কিন্তু মনে মনে কথা কয়, মনে মনে আশা দেয়; আমায় তো তাই দেয়। তাঁর নামে আমি গান তৈরি করি;—মনে বড় দুঃখ হ'লে, একলা ব'সে সেই গান তাঁরে শোনাই।

কিরণ। জোবি, এততেও তুমি সুখী। তোমার মনে আশা আছে, কিন্তু আমি নৈরাশ-সাগরে ভাস্‌ছি। যে দিকে দেখি, সেই দিক্ অন্ধকার! আমায় দেখে আমার বাপের মুখ বিষণ্ণ, মার মুখ বিষণ্ণ! চারিদিকে কলঙ্ক—চারিদিকে স্বামীর নিন্দা! লোকে হাসে, 'আহা'র সঙ্গে ঘৃণা করে। ঘর আমার অরণ্য মনে হয়। (নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি) ওই শাঁক বাজ্‌ছে, আমার বে'র শাঁক বাজা মনে পড়্‌চে। আজও সেই শাঁক বাজ্‌ছে; কিন্তু আমার স্বামী কোথায়? স্বামী আমার বিপদ্-সাগরে ভাস্‌ছে! জোবি, আর আমি আমার দুঃখে কাতর নই। এই বিপদ্-সাগর হ'তে যদি কেউ আমার স্বামীকে উদ্ধার করে, আমি চিরদিন তার বাঁদী হ'য়ে থাকি। কিন্তু কোন দিকে আমার কুল দেখি না, মিছে জন্ম জন্মেছিলেম, যে দিন মর্‌বো, সে দিন জুড়োবো কি না জানি নি।

জোবি। আমি যাই, আমি তোর স্বামীকে দেখ্‌তে যাই। আমি তোরে এসে খবর দেব, রোজ খবর দেব, আমি তোর কথা মধুস্থদনকে বল্‌বো, বল্‌বো—'মধুস্থদন, আমার

মতনই দুঃখী, তার উপায় করো, তার মনে আশা দাও।’ রোজ তোর কাছে আসবো। আর কি করবো ভাই? তোর দুঃখের কথা শুনবো, দু’জনে ব’সে কাঁদবো। তুই যা, তোর বোনের বে, তোরই ত বোন, আহা, তার কপালে কি আছে কে জানে! তুই দেখ্‌গে যা, তার আমোদে আমোদ কর্‌। তোর আমোদ ফুরিয়েছে, আর কি করবি বল্‌! তুই যা, নইলে তোকে নিন্দে করবে, তোর বাপ রাগ করবে, তোর মা রাগ করবে, বে’টা চুকে যাক্‌, কেঁদে কেটে তোর মাকে ধরিস্‌, যদি উপায় থাকে, তোর বাপ করবে। বাপ-মার উপর মনোদুঃখ করিস্‌ নে। তারা তো গরীব, তোর বাপ তো দিন আনে, দিন খায়। কি করবি বল্‌? চ’খের জল মুছে বে দেখ্‌গে যা। আমি আবার ফিরে আসবো।

[কিরণ্ময়ীর প্রস্থান।

জোবি।—

গীত।

উলু নয় রোদন-ধ্বনি, প্রাণ কাঁপে শাঁকের ডাকে।
বাপ-মা বেচে, পেটের মেয়ে বলি দিতে দেয় কাকে॥
বাপে-মারে বালাই ভাবে, বালিকার আর মুখ কে চাবে?
তারই ঘরে দিন কাটাবে, টাকা দিয়ে বেচ্‌বে যাকে॥
অবলার দীর্ঘশ্বাসে, কমলা পালান ত্রাসে,
নয়ন-জলে নারী ভাসে, সে দেশে কি অন্ন থাকে॥

[জোবির প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাস্তা।

(ইন্‌স্পেক্টার ও জোবির প্রবেশ।)

ইন্‌। আচ্ছা পাগ্‌লি, তুই কি ক'রে জান্‌লি?

জোবি। আমি যে মোহিতের খবর রাখি, সে যে কিরণের ভাতার।

ইন্‌। কিরণ তোর কে?

জোবি। সে বড় দুঃখী! আমার মতন পাগ্‌লী তো ভাল; তার ভাতারকে ধ'রে নে যাবে, সে দেখ্‌বে, আর অমনি ম'রে যাবে।

ইন্‌। তার স্বামী তো তার কাছে যায় না, বেশ্যা নিয়েই থাকে।

জোবি। থাক্‌লেই বা? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, ভাতার নেই ভালবাস্‌লো, তা ব'লে কি ভাতারকে ভালবাস্‌বে না? তুমি এও জানো না, তবে তুমি কি পুলিসে কাজ করো? তুমি তবে কেমন বাঙ্গালী? তুমি কি জান না, বাঙ্গালীর মেয়ের স্বামী ছাড়া আর কি আছে? স্বামীকে দেখে সুখ, ভেবে সুখ, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ, সে গালাগাল দিলে সুখ, সে মার্‌লে সুখ! স্বামীই কেবল সুখ, বাঙ্গালীর মেয়ের আর কি আছে? যার স্বামী নাই, তার মরা ভাল। হলোই বা মন্দ স্বামী, তবু তো স্বামী।

ইন্‌। পাগ্‌লি, তুই এত জান্‌লি কি ক'রে?

জোবি। কেন, আমি কি মেয়েমানুষ নই? আমার কি বে হয় নাই? আমি কি স্বামী দেখি নাই? আমি কি তার সঙ্গে কথা কই নাই? স্বামী খারাপ হ'লে কি স্বামী পর হয়? না, না

বাবু, তুমি কিরণকে বাঁচাও, সে বড় দুঃখী,সে ম'রে যাবে।

ইন্। আচ্ছা, তুই যা। তুই আজ খেয়েছিস্?

জোবি। না।

ইন্। যা, আমাদের বাড়ী খেগে যা, সমস্ত দিন খাস্‌নি কেন?

জোবি। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি মোহিতকে ছাড়িয়ে দেবে, কিরণকে গিয়ে খবর দেবো, তার মুখে একটু হাসি দেখ্‌বো, তবে খাবো; নইলে আমি খেতে পার্‌বো না।

ইন্। তুই ভাবিস্ নে, আমি সব বজ্জাত ব্যাটাদের ধ'রে থানায় নিয়ে যাবো। মোহিতকে ছেড়ে দিতে পথ পাবে না।

জোবি। না না, তুমি রমানাথকে ধ'রো না।

ইন্। কেন রে, সে আবার তোর কে? তারও মাগ কাঁদ্‌বে না কি?

জোবি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেও ম'রে যাবে।

ইন্। আচ্ছা না—ধর্‌বো না—যা।

জোবি। এই বল্‌লে—এই বল্‌লে?

ইন্। (স্বগত) এ পাগ্‌লীর এত গুণ, তা আমি জান্‌তুম না। তাইতে সরোজ এরে এত ভালবাসে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা পাগ্‌লি, তুই সরোজকে ভালবাসিস্?

জোবি। তোমার মাগ্‌কে? খুব ভালবাসি। তার চেয়ে তোমার ছেলেকে ভালবাসি। আমি তোমার ছেলে কোলে ক'রে মনে করি, যেন আমার ছেলে।

ইন্। আচ্ছা যা, তোর ভয় নাই, আমি যাচ্ছি।

[একদিকে ইন্‌স্পেক্টারের ও অন্যদিকে জোবির প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

করুণাময়ের বাটীর উঠান।

করুণাময়, মুকুন্দলাল (বর), বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ,
পরামাণিক, পুরোহিত ইত্যাদি।

করুণা। অনুমতি হয়, কন্যা সম্প্রদান করি।

সভাস্থ সকলে। উত্তম উত্তম।

পরামাণিক। গা তুলুন বাবু, গা তুলুন।

[বরের উত্থান, নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি]

(রমানাথ ও দুলালচাঁদের প্রবেশ)

দুলাল। চেপে যাও বাবা—চেপে যাও, আগে বর সাব্যস্ত হোক। এ আসরে তুমি বর নও বাবা, আমি বর।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ, এ কি !

দুলাল। বোস্‌জা বোস্‌জ, বড় নাদনা বা'র ক'রেছিলে? এখন সুড়্ সুড়্ ক'রে, বৃষকাঠ বরখাস্ত ক'রে, মেয়েটী আমায় দাও। নইলে দেখ, তোমার বড় জামাইয়ের হাতে বালা খস্‌বে না। জমাদার সাহেব, এগিয়ে নিয়ে এসো।

(মোহিতমোহনকে হাতকড়ি দিয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

জমা। বাবু, আমি থানায় লিয়ে যাবে, রাত্রে জামিন হোবে না। আপনি এখানে আন্‌তে কেন বল্লেন ?

মোহিত। শ্বশুর ম'শায়, আমায় রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান, আমায় গ্রেপ্তার ক'রেছে, আমায় থানায় নে যাবে, জমাদারের পায়ে-হাতে ধ'রে আমি এদিকে এনেছি।

করুণা। কি সর্ব্বনাশ! জমাদার সাহেব, যদি গ্রেপ্তার ক'রে থাকেন, তবে এখানে কেন আন্‌লেন?

জমাদার। বাবু বড় কাঁদাকাটি কর্‌লে; আমি ভদ্রলোকের উপর বড় পীড়াপীড়ি করি না, বলে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো; তাই আনিয়াছে।

করুণা। আচ্ছা বেশ করেছ, এখন নিয়ে যাও।

মোহিত। ম'শায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

করুণা। বুঝেছি, জমাদার সাহেব, নিয়ে যাও। আমি মেয়ের বিয়ে দিচ্চি—কেন ব্যাঘাত কর?

দুলাল। কি বাবা, জামাইকে ফাঁসাবে? সোজায় কাজ হাঁসিল করো না কেন? এ ঘুণ-ধরা বৃষকাঠ বিদেয় দাও না বাবা! আমি গিয়ে পিঁড়েয় বস্‌ছি, তা হ'লেই সব মিটে যায়।

করুণা। ম'শায়, আমার ইজ্জত রক্ষা করুন, এদের বিদায় করুন। আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি নে, আমার মাথা ঘুর্‌ছে, ভগবান্!

(পতনোন্মুখ ও কিশোরের ধৃত করণ)

কিশোর। ম'শায়, স্থির হোন।

করুণা। বাবা কিশোর, এদের বিদায় করো, যন্ত্রণা হ'তে আমায় ত্রাণ করো।

দুলাল। বোস্‌জা, তুমি কি বেল্লিক বাবা! এই শুক্‌নো বৃষকাঠে ফুলের মালা ঝোলাচ্ছ? আমায় কেন গরপছন্দ কর্‌চ বাবা? কুঁজ তো কাপড় ঢাকা আছে! ওইটে বাদ দিয়ে সব দিক্ বজায় করো না বাবা!

মোহিত। শ্বশুর ম'শায়, রক্ষা করুন মশায়, আপনার মেয়েকে বিধবা কর্‌বেন না ম'শায়, পুলিসে গেলে মারা যাবো ম'শায়!

দুলালবাবুর সঙ্গে বিয়ে দিলেই আমায় ছেড়ে দেবে, আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে ম'শায়।

দুলাল। দেখ বাবা, নগদ পাঁচ কেতা নোট। তোমার মেয়েকে জড়োয়ায় মুড়ে রাখবো।

করুণা। কিশোর, জল!

কিশোর। ওরে জল আন্—জল আন্।

(মাথায় হাত দিয়া করুণাময়ের উপবেশন। জল আনয়ন ও মুখে জল দেওন)

রমা। বোসজা ম'শায়, ঠাণ্ডা হ'য়ে বুঝুন, কেন সব দিক্ মাটী করেন? (বরের প্রতি) বাবাজি, বোঝো, একটা ভদ্রলোক ছন্নছাড়া হ'তে বসেছে, তোমার তো ছেলে পুলে আছে, এ বিয়েটা ছাড়ান দাও আর এ বয়সে নাই বে কল্লে। না বুঝ্‌তে পেরে বোসজা ম'জ্‌তে বসেছে, দেখ্‌ছি, তুমি সুবোধ, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

বর। আমি চলে গেলে যদি রক্ষা হয়, আমি চলে যেতে প্রস্তুত।

দুলাল। বাবা বৃষকাঠ, তোমার ঘটে বুদ্ধি আছে দেখ্‌ছি, তুমি সুবোধ বাবা! মাথায় শুকুনী উড়্‌ছে, আমায় বঞ্চিত ক'রে কেন বিয়ে কর্‌তে এসেছ বাবা? আমার জুড়ি ক'রে চট বাড়ী গিয়ে ঘুমোয় গে।

রমা। বাবাজি, তোমার উচিত—তোমার উচিত! বোসজা চক্ষু-লজ্জায় কিছু বল্‌তে পাচ্ছেন না, দেখ্‌ছো তো ওঁর ঘোর বিপদ।

বর। আমার আপত্তি নাই, বোসজা ম'শায় যদি কন্যা অপরকে সম্প্রদান করেন, আমার কোন বাধা নাই।

করুণা। (উত্থিত হইয়া) বাবাজি, তুমি কি বল্‌ছ ? তুমি বাগ্‌দত্তা কন্যা পরিত্যাগ ক'রে যেতে চাচ্চ ? আমি সম্প্রদান করি আর না করি, আমার কন্যা তোমার পত্নী।

(দুলালচাঁদের গালে হাত দিয়া উপবেশন)

আরে চণ্ডাল, আরে নরাধম, জামাইকে জেলে দিবি, এই ভয় দেখাচ্ছিস্ ? আমায় টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছিস্ ? আমি বাগ্‌দত্তা কন্যা অপরকে দেব, আমায় সেই নরাধম মনে করেছিস্ ? জামাই কি দেখাচ্ছিস্,—যদি আমার মৃত্যু হয়, সপরিবার চক্ষুর উপর দগ্ধ হয়, আমার সর্ব্বনাশ হয়, নরাধম, তবু কি ভেবেছিস্, তোর মত পাপাত্মাকে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বো ? দূর হ—দূর হ !

দুলাল। রেমো মামা, বলেছি তো, বেজায় বেয়াড়া লোক !

করুণা। জমাদার, তোমার আসামী নিয়ে যাও।

জমা। চলো বাবু, আমি আর থাক্‌তে পার্‌বে না, বাবু তো জামিন হোবে না।

মোহিত। রক্ষা করো বাবা—রক্ষা করো !

জমা। চলো। (মোহিতকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

(কিরণ্ময়ীর বেগে প্রবেশ)

কিরণ। জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। দুলালবাবু—দুলালবাবু, অবলাকে রক্ষা করো, দুখিনীকে দয়া করো, আমি আজীবন তোমার বাড়ী বাঁদী হ'য়ে থাক্‌বো, আমি দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে আমার স্বামীর দেনা শুধ্‌বো ; দুলালবাবু, কৃপা করো !

দুলাল। আমার কাছে বুলি ঝাড়্‌ছো কেন সোণার চাঁদ, এ বুলি

তোমার বাবাকে ঝাড়ো না? চেয়ে দেখ—ধর্ম্মকথা বলো—এই বৃষকাঠের কাছে আমি কার্ত্তিক পুরুষ নই? তোমার বাবাকে দু'কথা ব'লে গোল মিটিয়ে ফেল চাঁদ! আমি এক পয়সা চাই নে; তোমায়ও একসুট গয়না ছাড়্‌চি, তোমার মাকেও একসুট গয়না ছাড়্‌চি, আর তোমার বাবাকে এই কর্‌করে নোট ঝাড়্‌ছি।

করুণা। হা পরমেশ্বর! একি হলো!

কিরণ। জমাদার সাহেব—জমাদার সাহেব—আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও! আমি জন্মদুখিনী, আমার প্রতি দয়া করো! জমাদার সাহেব, নিষ্ঠুর হও না—দাও, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও; তুমি আমার জীবনদাতা।

জমা। না মায়ি, আমি কেমন ক'রে ছাড়্‌বে? আমি সরকারের চাকরী করি, আসামী ছাড়তে পার্‌বে না। মায়ি, যানে দেও, চলো বাবু, চলো।

[মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

কিরণ। দুলালবাবু—দুলালবাবু, দয়া করো, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিতে বলো। ঐ যে—ঐ যে, নিয়ে চল্লো যে! (মূর্চ্ছা)

সকলে। কি বিভ্রাট!

কিশোর। ঝি, ঝি, এঁকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যেতে বলো। (বরের প্রতি) ম'শায়, এ বিভ্রাট তো দেখ্‌ছেন! পরামাণিক, এঁকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও। বোসজা ম'শায়,—বোসজা ম'শায়, স্থির হোন।

পুরোহিত। (করুণাময়ের প্রতি) চলুন—চলুন, কন্যা সম্প্রদান করবেন চলুন, লগ্নভ্রষ্ট হবে।

[করুণাময়কে লইয়া কয়েকজন বরযাত্রীর প্রস্থান।

(সরস্বতী, জোবি ও ঝিয়ের প্রবেশ)

সর। ওঠ মা ওঠ, আর কি করবে!

জোবি। ওঠ্ না—প'ড়ে থেকে কি কর্‌বি?

কিরণ। ওমা—ও মা, নিয়ে গেল যে—নিয়ে গেল যে!

সর। এসো মা এসো, এমন বরাত করেছিলুম!

[সরস্বতী প্রভৃতির কিরণময়ীকে লইয়া প্রস্থান।

দুলাল। রেমো মামা, সব মাটী!

(ইন্‌স্পেক্টারের সহিত মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রবেশ এবং দুলালচাঁদ ও রমানাথের গমনোদ্যোগ)

ইন্। দুলালবাবু, যাবেন না।—আপ্‌নার সঙ্গে যদি বোসজা বে দেন, তা হ'লে কি ছে ড়ে দেন?

দুলাল। হ্যাঁ বা ... ড় দিই বাবা!

ইন্। কিন্তু ম'শায়, আমরা ছাড়্‌বো কেন? ওয়ারেণ্ট ধরেছি, কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে না নিয়ে গিয়ে তো ছাড়্‌বো না, তার উপায় কি করলেন?

দুলাল। কেন বাবা, তোমরা সব পারো; তেলা হাত ক'রে দিচ্ছি বাবা!

ইন্। কি রকম?

দুলাল। এই হাজার টাকার নোট ঝাড়্‌ছি, বাবা।

ইন্। হাজার টাকার নোট দেবেন?

দুলাল। এই নগদ নাও বাবা, বে দিইয়ে দাও।

ইন্। দেখুন ম'শায়, আপনারা সকলে সাক্ষী, ইনি আমায় ঘুষ দিচ্ছেন; জমাদার, এস্‌কো পাক্‌ড়ো।

জোবি। (রমানাথকে টানিয়া) তুমি পালাও, তুমি পালাও।

ইন্। ও কে যায়? (রমানাথের পলায়ন) থাক্—ধরো না।

১ম বরযাত্র। রমানাথবাবু—রমানাথবাবু, যান কোথায়? আপনি বরকর্ত্তা, আপনি গেলে চল্‌বে কেন?

দুলাল। দোহাই বাবা, আমায় ধ'রো না বাবা! আমি চোর নই,বাবা!

১ম বরযাত্র। আহা চোর কেন, তুমি বর!

দুলাল। বর কোন্ শা‌লা বাবা! ঝক্‌মারি করেছি বাবা, নাকে খৎ দিচ্ছি, বর হয়েছি, ঝক্‌মারি করেছি! চোর করো না বাবা!

ইন্। আপনি চোরের বাড়া, আপনি পুলিশকে ঘুষ দিয়ে আসামী খালাস কর্‌তে এসেছেন। জমাদার, নিয়ে চলো।

দুলাল। ও বাবা, বড় ফ্যাঁসাদ হলো! ও রেমো মামা—রেমো মামা! বড় ফ্যাঁসাদ হলো—বড় ফ্যাঁসাদ হলো! দোহাই বাবা, বে ক'র্‌তে চাইনে বাবা! আমার বাবার কাছে নিয়ে চলো বাবা! আমি আফিংখোর--প্রাণে মারা যাবো বাবা।

ইন্। আচ্ছা, ওর বাপের কাছে লে যাও, আমি যাচ্ছি।

[দুলালচাঁদ ও মোহিতমোহনকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

কিশোর। ওহে, উপায় কিছু হবে নাকি?

ইন্। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হ'তে হবে। জোগাড় ক'রে, ওর বাপকে ভয় দেখিয়ে criminal ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কিশোর। সব শুনেছ নাকি?

ইন্। হ্যাঁ, ঐ জোবি পাগ্‌লি আমায় খবর দিয়েছে। ওরি জন্যে আমি রমা ব্যাটাকে ছেড়ে দিলুম। তা না হ'লে ও ব্যাটাকেও

আমি ফাঁসাতুম, ও বেটা ভারি পাজী! ও পাগ্‌লা বেটার রমার উপর ভারি টান। আমায় promise করিয়ে নিয়েছিল, রমাকে কিছু না বলি।

(বর-ক'নে, করুণাময় ও পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। পরামাণিক, বর-ক'নে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও।

কিশোর। (করুণাময়ের প্রতি) ম'শায়, একটু মুখে জল দেন গে। আমরা বরযাত্র-কন্যাযাত্র খাওয়াবার উদ্যোগ কচ্ছি।

করুণা। আর বাবা মুখে জল!

(নেপথ্যে রোদন-ধ্বনি ও বেগে ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, শীগ্‌গির এসো, দিদিমণি কেমন হয়েছে

করুণা। ওঃ ভগবান্! আর যে সয় না!

(মূর্চ্ছা)

বরযাত্রিগণ। কি সর্ব্বনাশ!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(মোহিত ও রমানাথের প্রবেশ)

রমা। বাবা, তুমি যদি আমার পরামর্শ নাও, সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।

মোহিত। আবার বুঝি আমাকে পুলিশে দেবার চেষ্টায় আছ? তোমার মতলবে বাড়ী বাঁধা দিয়ে, জেলে যেতে যেতে র'য়ে গিছি। তোমাতে আর কেলে ঘটকে তো মতলব দিয়ে Affidavit করিয়েছিলে—আমার ভাই নাই, কেউ নাই, আমিই বাড়ীর মালিক। মনে হ'লে এখনো আমার বুক কাঁপে।

রমা। বাবাজি, কালের ধর্ম্ম, তোমার দোষ কি বল? তোমার মতিয়ার জন্য প্রাণ যায়, টাকা চাই। তুমি বল্লে, যেমন ক'রে হোক্ টাকা জোগাড় করো, তা আমি কি কম জোগাড় করেছিলুম বাবা! তা তোমার শ্বশুর বেটা যে অমন চামার তা কি আমি জানি। সে দিন যদি দুলোর সঙ্গে তোমার শালীর বে' দেয়, তা হ'লে তো সব দিক মিটে যায়। বাড়ীকে বাড়ী থাকে, আরও কিছু টাকা পাও, তা ও বেটা এমন চামার-বৃত্তি কর্‌বে কে জানে। জামাইকে জেলে নিয়ে যাবে দেখ্‌বে, এ স্বপ্নের অগোচর! তা

দেখ, বাবাজি, উপরে ধর্ম্ম আছেন, যেমন সেই ভাগাড়ে মড়ার সঙ্গে বে' দিয়েছেন, তেম্‌নি মেয়েটা বিধবা হয় ব'লে! জামাই বেটা মর-মর! বেটার ডাইবিটিজ হ'য়েছিল, এক বছর তো আধা-মাইনেয় ছুটী নিয়ে বাড়ীতে ব'সেছিল, তার উপর উরুস্তম্ভ হয়েছে, কবে পটল তোলে।

মোহিত। বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে! শ্বশুর বেটা কি পাজী! বাবা বল্লুম, পায়ে ধর্‌লুম, তবু বেটা শুন্‌লে না; সাফ্‌ জমাদারকে বল্‌লে, 'লে যাও!'

রমা। তা যেমন বেটা পাজী, তুমি যদি আমার মত্‌লব শোনো, তেম্‌নি বেটাকে জব্দ ক'রে দিই। সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি। ডুলো বেটাকে জব্দ কচ্ছি, তোমার ভাইয়ের বে ভণ্ডুল ক'রে তোমার মাকে জব্দ কচ্ছি, আর করুণাময়কে তো ছুঁচোর অধম কচ্ছি!

মোহিত। আচ্ছা, মত্‌লবটা শুনি? আমি না বুঝে আর ফাঁদে পা দিচ্ছি নি।

রমা। আগে শোনো, বোঝো; ভাল হয়, আমার বুদ্ধি নিও। তুমি তো আর বোকা নও, লেখা-পড়া জানো, সব বোঝো, দেখ দেখি, কি ফন্দীটে করেছি।

মোহিত। কি কর্‌তে হবে?

রমা। তোমার মাগ বা'র করো।

মোহিত। মাগ বা'র কর্‌বো কি!

রমা। এই তো বাবা, বুঝ্‌লে না! বুঝিয়ে বলি শোনো, তোমার মাগ্‌কে, এক নূতন মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসেছে ব'লে, ডুলো ব্যাটার বাগানে নিয়ে চলো, কিছু আদায় হোক।

মোহিত। কেন, গৃহস্থের মেয়ে বল্‌লে তো বেশী আদায় হবে?

রমা। না, ওতে কেঁচ্‌ড়ে যাবে। ব্যাটা ফাঁদে পা দেবে না, ওতে ব্যাটার বড় ভয়! ধনা মল্লিক ব্যাটা গৃহস্থের মেয়ে বা'র ক'রে ফ্যাঁসাদে পড়েছিল, তাই বেটা শুনেছে, ওতে এগোবে না। নূতন বেরিয়ে এয়েছে ব'লে নিয়ে যেতে হবে।

মোহিত। জব্দ হবে কি ক'রে?

রমা। তুমি বা'র ক'রে নিয়ে এসো, আমি বাগানে নিয়ে যাবো। তুমি পুলিশে জানাবে যে, জোর ক'রে তোমার মাগ নিয়ে গেছে; এই ব্যাটা টাকা ছাড়্‌তে পথ পাবে না। তোমার শ্বশুর ব্যাটার চুণকালী প'ড়্‌বে, বউ বেরিয়েছে শুনে তোমাদের এক-ঘরে ক'র্‌বে, তোমার ছোট ভায়েরও সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে।

মোহিত। রেমো মামা—রেমো মামা, বেশ মতলব্‌ বা'র করেছ। দশ হাজার টাকার ঘাড় ভাঙ্গ্‌তে হবে। তারপর মতিয়া বেটীর বাড়ীর সাম্‌নে ভুঁদীর মেয়ে জহরকে রাখ্‌বো, মতিয়া বেটী রিষে মর্‌বে। রেমো মামা, ঠিক হয়েছে!

রমা। দশ হাজার?—পঞ্চাশ হাজার নিয়ে তবে ছাড়্‌বো, কিন্তু বাবা, তুমি শেষ না পেছোও।

মোহিত। আমি মরদ বাচ্ছা, আমার যে কথা—সেই কাজ! আচ্ছা রেমো মামা, মাগ বেটী আমার সঙ্গে বেরিয়ে আস্‌বে কেন? সবাই তো জানে, আমার চালচুলো নাই, দুলো ব্যাটার বাগানে থাকি, আর মোসাহেবী করি!

রমা। তুমি সে জন্যে ভেবো না, তুমি যমের বাড়ী নিয়ে যেতে চাও, যমের বাড়ী যাবে।

মোহিত। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

রমা। আহা, তোমার মেজো শালীর বের দিন বেটী মূচ্ছো হ'য়ে পড়ে না? বেটী এক বচ্ছর ভোগে। জোবি পাগ্লী ব'লে এক বেটী আছে, ব্যামোর সময় তার কাছে যেতো। আমি তার ঠেঙে শুনেছি, সে তোমায় একবার্ দেখ্বার জন্যে মরে।

মোহিত। সত্যি না কি, সত্যি?

রমা। বাবা, তুমি কি কম সোণারচাঁদ ছেলে! পাঁচজনে তোমায় চিন্‌লে না, এই যা বলো! তুমি তুড়ি দিয়ে ডাক্‌লেই বেরিয়ে আস্‌বে। কেমন—রাজী তো?

মোহিত। খুব রাজী। বা'র ক'রে কোথায় [illegible]ন্‌বো?

রমা। রাত্রে দু'জনে বেরিয়ে প'ড়্[illegible]লো ব্যাটাকে ঠি[illegible] ক'রে, পাল্কী নিয়ে একটু তফাতে থা[illegible]। আমি পাল্কীতে তাকে নিয়ে বাগানে উঠ্‌বো, আর তুমি এদিকে থানায় খবর দেবে; বস্—দাঁও মেরে দেব! কিন্তু বাবা, শেষ রমা মামাকে ভুলো না!

মোহিত। আমি এমন পাজী নই! দু'হাজার টাকা ধার ক'রে দিয়েছিলে, আমি পাঁচশো টাকা দালালি দিয়েছি।

রমা। বাবা, সে কেলোর পেটেই অর্দ্ধেক গেল।

মোহিত। কেন, তুমি মতিয়ার কাছেও দু'শো টাকা মেরেছ, আমি খবর রাখি না?

রমা। হুঁ—মতিয়া বেটী সে বান্দা কি না! যাক বাবা, ঠিক থেকো, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

মোহিত। রোমো ব্যাটাকে জব্দ করবো, পুলিশে ও ব্যাট্যাকেও

ধরিয়ে দেব। শ্বশুর ব্যাটার মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্‌বো, 'কেমন বাবা, মেয়ে ঘরে আট্‌কে রাখো!' টাকাটা একবার হাতে লাগ্‌লে হয়, মতিয়া বেটীকে দেখাতে হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:)*(:—

মুকুন্দলালের বাটীর কক্ষ।

রুগ্নশয্যায় মুকুন্দলাল, পার্শ্বে হিরণ্ময়ী ও প্রতিবেশিনী।

হিরণ। খেতে যে চাচ্ছে না মা!

প্রতি। না, জোর ক'রে খাওয়াও। একে প্রস্রাবের ব্যামো, তাতে উরুস্তম্ভ কাটিয়েছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেতে দিতে হয়।

হিরণ। এই দুধটুকু খাও।

মুকুন্দ। (জড়িতকণ্ঠে) না, দুধ খাব না। গা গুলিয়ে উঠ্‌ছে, ক'দিন বল্‌ছি, একটু বেদানা আনো।

প্রতি। আহা, একটু বেদানা আন্‌তে পারো নি?

হিরণ। মা, আমায় কে এনে দেবে? সমস্ত রাত ছট্‌ফট্‌ করেছে; সতীনপোদের একবার ডাক্তারকে খবর দিতে বল্‌লুম, তা হুম্‌কে এলো। সকাল বেলায় সেই যে দু'জনে বেরিয়েছে, এখনো দেখা নাই। আমি কলু-বউয়ের হাতে-পায়ে ধ'রে, ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি। ডাক্তার কাল বৈকালে এসেছিল, তার টাকা

দিতে পারি নি, ব'লে গেছে, টাকা না পেলে আর আস্‌বো না। যে কম্পাউণ্ডার ঘা ধুইয়ে দেবে, তার এখনও দেখা নাই। বলে, উরুস্তম্ভ ধোয়াতে রোজ এক টাকা নেব। আমি তো কাকুতি-মিনতি ক'রে আট আনা করেছিলুম। তা আবার ভাব্‌ছি, কাল গাড়ী ক'রে এসেছিল, গাড়ীভাড়া দিতে পারি নি, তাই কি আস্‌ছে না ?

প্রতি। ও মা ! কম্পাউণ্ডারের আবার গাড়ীভাড়া কি ?

হিরণ। বল্লে, মাথা ধরেছিল, আস্‌তুম না—শক্ত রোগ বলেই এলুম।

প্রতি। অনাছিষ্টি মা !

মুকুন্দ। খুলে দাও—খুলে দাও, কট্‌ কট্‌ ক'চ্ছে ! ওরা সব গোল কচ্ছে কেন ? স'রে যেতে বলো !—

হিরণ। মা, সমস্ত রাত খেয়াল দেখ্‌ছে। বলে, ঐ কে এলো ! 'অস্ত্র কর্‌বো না—অস্ত্র কর্‌বো না'—ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে।

(কলু-বউয়ের প্রবেশ)

কলু। ওগো, ডাক্তার তো এলো না। বলে, টাকা না পেলে যাবো না।

হিরণ। কি হবে মা, কি কর্‌বো ? হাতে তো একটিও পয়সা নাই। অস্ত্র কর্‌তে বালা বাঁধা দিয়ে দেড়শো টাকা দিয়েছি। বাবার কাছেও যেতে পাচ্ছিনে, এ নিদেন রোগী কার কাছে ফেলে যাবো ?

প্রতি। আচ্ছা, আমি পাল্‌কী ডেকে দিয়ে এখানে বস্‌ছি, তুমি তোমার বাপের কাছ থেকে ঘুরে এসো।

হিরণ। না মা, আমি এই আড়াতে পাল্কী ক'রে যাচ্ছি, আমার আর

মান-অপমান কি মা! ও যদি ওঠে—তবেই, নইলে তো আমায় পথে দাঁড়াতে হবে!

প্রতি। বালাই, উঠ্‌বে বই কি! তুমি ঘুরে এসো।

(মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্কের প্রবেশ)

ডাক্তার আস্‌ছে?

মৃগাঙ্ক। ডাক্তার কি হবে? ও কি বাঁচ্‌বে? রাক্ষসী বেটী এসে বাড়ী খেয়েছে, ওকেও খাবে। নাও—ভাত বাড়ো।

হিরণ। কখন ভাত রাঁধ্‌তে যাবো? এই রোগী নিয়ে পড়ে রয়েছি!

শশাঙ্ক। বটে, আচ্ছা, আজ হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙ্গে দে হোটেলে খাচ্চি। দেখি, তোমার কুঁড়ে পাথরের জোগাড় কি ক'রে করো। (মৃগাঙ্কের প্রতি) চল, চাল ডাল সব রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাবো।

[শশাঙ্কের প্রস্থান।

প্রতি। হ্যাঁগা, তোমরা কেমন কায়েতের ছেলে? এই বাপ সসেমিরে হ'য়ে রয়েছে, আর এই তম্বি ক'চ্ছ?

মৃগাঙ্ক। নাও—নাও, তোমার রসে কাজ নাই। ও বেটী বাবাকে খাবে, আমি জানি।

মুকুন্দ। ওরে চেঁচায় কে রে—চেঁচায় কে রে? কানে তালা ধরছে, ও মা, গেলুম!

(শশাঙ্কের পুনঃ প্রবেশ)

শশাঙ্ক। দাদা, চালগুলো সব ভিজিয়ে খেয়েছে। চলো, হোটেলে যাই, বেটীকে দেখ্‌ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মুকুন্দ। মলুম, খুলে দাও—খুলে দাও! (হিক্কা তোলন)—জল।

প্রতি। মা, তুমি শীগ্‌গির তোমার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এসো। টাকা নিয়ে এসো, ডাক্তারকে এখনই আন্‌তে হবে।

হিরণ। মা, তবে ব'সো, আমি আসি।

[প্রস্থান।

প্রতি। (হিক্কা তুলিতে দেখিয়া) ইস্‌! অন্ত্রের রোগী যখন হিক্কে তুল্‌ছে, তখন তো আর টেঁকে না!

মুকুন্দ। দোর বন্ধ করো—দোর বন্ধ করো—ঐ সব আস্‌ছে—ঐ সব আস্‌ছে! দোর বন্ধ করো—দোর বন্ধ করো—

প্রতি। কই, কেউ তো নয়! এই আমি দোর বন্ধ কচ্ছি।

মুকুন্দ। জানালা গ'লে আস্‌ছে—জানালা গ'লে আস্‌ছে—

প্রতি। এই দোর বন্ধ ক'রে আমি তাড়িয়ে দিলুম। (স্বগত) বেশী দেরী নাই দেখ্‌ছি!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

করুণাময়ের বহির্ব্বাটী।

করুণাময়, মুদী, গোয়ালা ও সন্দেশওয়ালা।

মুদী। বাবু, যারা যারা নালিস কর্‌লে, তারা মাস মাস কিস্তি পাচ্ছে, আর আমরা না কি ভালমানুষি ক'রে কিছু বল্‌ছি নি, আমাদের টাকা দেবার আর নামটী করেন না।

করুণা। বাবা, বড্ড জড়িয়ে পড়েছি ; আমি বরাবর তোমার দোকানে চাল-ডাল নগদ নিয়ে এয়েছি, দুটি মেয়ে পার ক'রেই বিপদে পড়েছি। তোমরা একটু র'য়ে ব'সে নাও।

গোয়ালা। আর কত দিন রইবো? এই প্রথম বে'র ক্ষীর দ'য়ের দাম প'ড়ে রয়েছে। ম'শায় ছ্যান—দেন, আর তাগাদা কর্‌তে পারিনি, হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। না ছ্যান, আমায় দুষ্‌বেন না—বল্‌বেন না, "ছোটলোক বেটা নালিস করেছে।"

করুণা। বাবা, আমি শীগ্‌গির সকলকেই দেবো। ভেবো না, একটু সবুর করো, আমি বাড়ী বেচে সব শুধ্‌বো।

সন্দেশওয়ালা। ম'শায়, ভালমানুষের কাল নেই, আমাদেরও কিস্তি হতো, তা আমরা যে বোকা, বলি ভাল মানুষের নামে আদালত কর্‌বো, তাই আমাদের বেলায়—"সবুর করো।"

মুদী। ম'শায়, টাকা আর ফেলে রাখ্‌তে পার্‌বো না। কাজকর্ম্ম ফেলে রোজ রোজ আনাগোনা আর পোষায় না। বাড়ী বেচেন, তালুক বেচেন—আমাদের তো আর বখ্‌রা দেবেন না।

করুণা। বাবা, আর দিনকতক সবুর করো। কি কর্‌বো, বড় নাতোয়ান হ'য়ে পড়েছি।

গোয়ালা। বুঝেছি ম'শায় বুঝেছি, চল হে, আমরা পথ দেখি। আর তাগাদায় আস্‌বো না, এই বলে চল্লুম।

[করুণাময় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

করুণা। ইচ্ছে হ'চ্ছে, কাপড় ফেলে পালাই, সন্ন্যাসী হ'য়ে চলে যাই! ছোটলোকের চোখ-রাঙ্গানিতো আর সয় না! মাইনে তো হাতে মাখ্‌তে কুলোয় না, আপিসের দরোয়ানের পর্য্যন্ত দেনা ক'রেছি,

স্থদ দিতেই সব ফুরিয়ে যায়, এক পয়সা বাড়ী আসে না। এদিকে পেট চালানো চাই। আজ ছোট আদালতের শমন, কাল ছোট আদালতের শমন,—সাহেব বেটা জান্‌তে পার্‌লে চাক্‌রীটুকু তো যাবে। ছাই বাড়ীখানা তো বেচ্‌তে পার্‌লুম না। আর দু'মাস না বেচ্‌তে পার্‌লে, মর্টগেজিরা তো নিলেম ক'রে নেবে। বাড়ীখানা বিক্রী কর্‌তে পার্‌লে তো এ জ্বালায় কতক নিশ্চিন্ত হতুম,—যেখানে হোক্, মাথা গুঁজে থাক্‌তুম। ছেলেটার স্কুলের মাইনে না দিলে আজ নাম কেটে দেবে। কিস্তি খেলাপ হ'লে তো শালওয়ালা কালই বডি-ওয়ারিন্ বা'র কর্‌বে।

(হিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

হিরণ। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আমি এসেছি।

করুণা। বেশ করেছ, কি হুকুম বলো ?

হিরণ। বাবা, তুমি এমন কর্‌লে কোথায় দাঁড়াবো ? আমি যে চার্‌দিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি বাবা ! কাল ওঁর উরুস্তম্ভ অস্ত্র হয়েছে, অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রয়েছে। আজ ডাক্তার আন্‌বার টাকা নাই, গয়লায় দুধ বন্ধ করেছে, নগদ দুধ কিনে খাওয়াচ্ছি। এক বচ্ছর ছুটী নিয়ে আছে, প্রথম আধা মাইনেই ছিল, তারপর তাও বন্ধ করেছে। বাড়ী বেচে তো চিকিৎসা হলো, হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এলেম। সতীনের নামে বাড়ী, সতীন-পোরা আপত্তি কর্‌লে, বাড়ী আধাদরে বিকুলো। গয়না বাঁধা দিয়ে চালিয়েছি, কাল হাতের বালা খুলে ডাক্তার বিদেয় করেছি।

করুণা। কেন, ডাক্তার ডাকা কেন ? হাঁসপাতালে দিতে পারনি ! আমায় কি কর্‌তে বলো ? আমার ইটে গিয়েছে, ভিটে গিয়েছে, দেনায় চুল বিকিয়ে রয়েছে। রোজ দু'খানা ক'রে শমন, কবে

চাক্‌রী যায়! সাহেব বলেছে, এবার শমন হ'লে চাক্‌রীতে জবাব দেবে। বড়মেয়ে তো এক বছর ধ'রে বাল্‌সালেন। আজ গিন্নী বাল্‌সাচ্ছেন, কাল ছেলে বাল্‌সাচ্ছেন, আজ জামাই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন! কেন, তোমার ধাড়ি ধাড়ি সতীনপোরা রয়েছে, তাদের বল গে না?

হিরণ। বাবা, তারা কি আমাদের মুখ দেখে? একবার জিজ্ঞেস করে যে, কেমন আছে? কথায় কথায় হুম্‌কে আসে। বাবা, সে পথ থাক্‌লে, তোমার কাছে আস্‌তেম না।

করুণা। বাছা, আমা হ'তে কিছু হবে না। কাল কিস্তীর পঁচিশ টাকা দিতে হবে, না দিলে আমায় জেলে নিয়ে যাবে। এখন তোমার কোত্থেকে কি করি বল? নাও, এই ছ'টা টাকা নাও, ছেলেটার তিন মাসের স্কুলের মাইনে পড়ে গেছে, দিক্ নাম কেটে; নিয়ে যাও—নিয়ে যাও।

হিরণ। বাবা, তুমি বিকেলে একবার যেও। তুমি গেলে একটু ভর্‌সা পাবে। আমি চল্লুম, বামুনঠাকুরুণকে বসিয়ে চ'লে এসেছি।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

করুণা। বস্, চার্‌দিকে জল্‌জলাট্! এখনো মেয়ে বজায়, তার বে না দিলে জাত যাবে। কি জাত্ রে! লোকে তো মচ্ছে, আমার মৃত্যু হলো না!

(নলিনের প্রবেশ)

নলিন। বাবা, স্কুলের মাইনে দাও।

করুণা। নে—নে, আর স্কুলে যেতে হবে না।

নলিন। তুমি যে বলেছ, আজ স্কুলের মাইনে দেবে। দাও বাবা,

নইলে ছুটী হ'লে আপিস-ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে, মার্‌তে আসে। আগে বল্‌তো, ফাইন কর্‌বো, আজ না দিলে নাম কেটে দেবে।

করুণা। বাঃ বাঃ, কি দেশ রে! কি বিদ্যা-দান! দেশহিতৈষীরা স্কুল ক'রে দেশের মুখোজ্জ্বল কচ্ছেন;— ছেলে কয়েদ ক'রে টাকা আদায় করেন। রাস্তার গলিতে গলিতে দোকান ফেঁদেছেন। এ দেশ স্বাধীন হবে! চার্‌দিকে হাহাকার—চার্‌দিকে হাহাকার! গৃহস্থলোক কেন বেঁচে থাকে! আমি ভদ্রলোক ব'লে কেন ভদ্রয়ানা জাহির করে! আমাদের চেয়ে যে মুটেমজুর ভাল। তারা স্ত্রী-পুরুষে রোজগার করে, ব্যামো হ'লে হাঁস্‌পাতালে যায়, ভিক্ষে করে। আমরা ভদ্রলোক, তা পারবো না, জাত যাবে— নিন্দে হবে! উপোস ক'রে বাড়ীতে প'ড়ে থাক্‌বো, পরিবার উপোসী যাবে, চৌকাঠ পেরুলেই নিন্দে হবে। ঘরে ঘরে বংশরক্ষা হচ্চে! ছেলে না চোদ্দয় পেরুতে বে'র ধূম পড়ছে; কুড়িতে পা দিয়েই পালে পালে বংশবৃদ্ধি! হাঁ আছে—আহার নাই, দেহ আছে—বস্ত্র নাই, ঘরে ঘরে কাঙ্গালীর পল্‌টন! কি সুখের সমাজ!

নলিন। ও বাবা, মাইনে দাও না বাবা!

করুণা। বাবা, স্কুল বন্ধ করো। এই বয়েস থেকে বোঝো, কাঙ্গালের ছেলের আবার পড়াশুনো কি! আমি কাঙ্গাল, তুমি কাঙ্গাল, তোমার গর্ভধারিণী কাঙ্গাল, তোমার বোন কাঙ্গাল। যতদিন অন্ন জোটাতে পারি, দু'টি দু'টি খাও আর চ্যাক্‌ড়ায় শুয়ে ঘুমোও। খুব বাপ হয়েছিলুম, বাপের মতন বাপ হয়েছি। বাড়ীখানা পর্য্যন্ত থাক্‌বে না, যে, মাথা গুঁজে থাক্‌বে। বাবা, বোঝো, আমার উপায় নাই! আর তোমায় স্কুল যেতে হবে না।

নলিনি। ও মা, বাবা স্কুল ছাড়িয়ে দিলে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

করুণা। ওঃ, বিবাহ না ক'র্‌লে ব'য়ে যায়, ঘর-সংসার হয় না, বাপ-পিতামহের নাম থাকে না। কন্যার বিবাহ না দিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে হয়। সুন্দর প্রথা—সুন্দর ব্যবস্থা! কন্যার বিবাহ না দিলে চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে, বিবাহ দিতেই হবে! বাড়ী বেচে দিতে হবে, কর্জ্জ ক'রে দিতে হবে, ভিক্ষে ক'রে দিতে হবে, চুরি ক'রে দিতে হবে,—তারপর সপরিবার অন্নাভাবে মারা যেতে হবে। না দিলে নয়! পুণ্যাত্মা সমাজ জাতে ঠেল্‌বেন, ঘৃণা কর্‌বেন, ধর্ম্মানুরাগ দেখাবেন। বাঃ বাঃ, সমাজের উপযুক্ত কার্য্যই বটে!

(কিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

কিরণ। বাবা, নলিন কাঁদ্‌ছে। মা বল্লেন, তারে স্কুল যেতে দিলে না কেন?

করুণা। ভুল হয়েছে, ভ্রম হয়েছে, তাঁর মত বুদ্ধি নাই, বিবেচনা নাই। কেন স্কুল বন্ধ করেছি জানো? তোমরা জন্মেছ ব'লে, কালসর্পিনী জন্মেছ বলে, হ'য়ে মরো নি বলে, কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন জোটাতে হবে বলে, শ্বশুর-ঘর থেকে এসে দু'বেলা হাঁ ক'র্‌বে বলে! আর কেন? তাঁর কি এখনো বুঝ্‌তে বাকী আছে, কেন? এখনো কি সাধ করেছেন, ছেলে মানুষ কর্‌বেন, বউ ঘরে আন্‌বেন, ব্যাটাকে সংসার পেতে দেবেন, নাতি-নাতকুড় চার পাশে ঘুর্‌বে? সখে জলাঞ্জলি দিতে বলো—সখে জলাঞ্জলি দিতে বলো! বুঝ্‌তে বলো, এখন

যে দিন আঁচাই, সেই দিন ভাল। মেয়ে বিইয়েছেন—মেয়ে বিইয়েছেন, জানেন না, কেন স্কুল ছাড়ালুম্—বটে!

[প্রস্থান।

কিরণ। ছিঃ ছিঃ, কোথাও কি আশ্রয় নাই? দু'টি ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা! আমার স্বামী দেখা কর্‌তে চেয়েছেন। যদি সত্যি দেখা করেন, আমি তাঁর পায়ে ধ'রে কেঁদে বল্‌বো, 'আমায় নিয়ে চলো; তোমার বাড়ী-ঘর-দোর গিয়ে থাকে, আমি বিদেশে গিয়ে তোমায় ভিক্ষে ক'রে খাওয়াব; গাছতলায় থাক্‌বো।' ছিঃ ছিঃ, বাপের ভাত খাওয়া বড় গঞ্জনা! বাবা কেন বে দিলেন? কারো বাড়ী কেন দাসী রেখে এলেন না! ফুলশয্যার দিন শাশুড়ীর মার খেয়ে যদি মৃত্যু হতো, তা হ'লে সব ফুরুতো, তা হ'লে আর এ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হতো না। দুটি ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

করুণাময়ের বাটীর খিড়্‌কি।

সরস্বতী ও নলিন।

সর। নলিন, কোথায় যাচ্ছিস্?

নলিন। কেন, খেল্‌তে যাচ্ছি। নিধিরাম ঠিক বলে, আমি খেলা ক'রে বেড়াবো, যা মন যায়—কর্‌বো।

সর। না, না, বেরুস্‌নি।

নলিন। কেন, বেরুবো না কেন? পড়্‌বো না, লিখ্‌বো না, স্কুলে

যাবো না, বাড়ী থেকে বেরুবো না, কেন? আমার যা খুসি, তাই করবো!

সর। ওরে, যাস্‌নি, আমি কাল তোর স্কুলের মাইনে দেব।

নলিন। আমি স্কুলে যাবো না। বাবাও যেমন সত্যবাদী, তুমিও তেম্‌নি সত্যবাদী। রোজই বলে, এই কাল—মাইনে দেব। আমায় স্কুলে আট্‌কে রাখ্‌লে, ধম্‌কালে, মারতে এলো।

সর। বই নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্? খেল্‌তে যাচ্চিস্, বই কি করবি?

নলিন। এ কি বাবা কিনে দিয়েছে? আমি প্রাইজ পেয়েছি। আমি বেচ্‌বো—ব্যাটবল কিনবো।

[প্রস্থান।

সর। কি পোড়া অদৃষ্ট—কি পোড়া অদৃষ্ট! আহা বাছার আমার লেখাপড়ায় কত মন;—লেখাপড়া করতে পেলে না। খেলা কাকে বলে- কখনো জানে না, বইয়ে মুখ দিয়েই থাকে। বছর বছর প্রাইজ আনে, ব্যমো হ'লে স্কুল কামাই করাতে পারি নি; সেই ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দিতে হলো। এমন পোড়া কপাল কি কারো পোড়ে!

[প্রস্থান।

(কিরণ্ময়ী ও জোবির প্রবেশ)

কিরণ। কি জোবি, আবার ফিরে এলি কেন?

জোবি। আজ রাত্রে নয়, কাল দিনের বেলায় দেখা করিস্।

কিরণ। কেন—কেন?

জোবি। আমি যখন তোমার স্বামীর কাছ থেকে পত্র এনে দিয়েছিলুম, আমার মনে খুব আহ্লাদ হ'য়েছিল। পত্রে কি লেখা, জান্‌তুম না; তুমি যখন বল্‌লে, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়,

তখন আমার আরও আহ্লাদ হ'য়েছিল। এখন আমার মন কেমন ক'চ্ছে, তোমার স্বামী কেন বাড়ীতে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করুন না?

কিরণ। জোবি, তাঁর মনে বড় দুঃখ হয়েছে। তিনি এ বাড়ীতে আমার বোনের বে'র দিন অপমান হয়েছেন, জানো তো?

জোবি। তা দিনের বেলায় কেন দেখা করুন না? রাত্রের বেলায় আমার ভয় করে।

কিরণ। না, না, তিনি এ পাড়ার কাকেও দেখা দিতে চান না। আর স্বামীর সঙ্গে দেখা করবো, তাতে রাতই বা কি, দিনই বা কি? তিনি যে কাতর হ'য়ে পত্র লিখেছেন, তাতে কি আমি স্থির হ'তে পারি? তোমায় প'ড়ে শোনাতে চাইলুম, তুমি যে শুনলে না। পত্র শুনলে তুমিও ব্যাকুল হ'তে, আমায় মানা করতে না।

জোবি। আচ্ছা, পড়ো—আমি শুনি।

কিরণ। (পত্র পাঠ)

"প্রাণেশ্বরি!

তুমি যে অমূল্য রত্ন, তাহা আমি বর্ব্বর, পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। তোমার ভগ্নীর বিবাহের দিন, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার ন্যায় পতিপরায়ণা নারীকুলে বিরল। আমি মনের দুঃখে এতদিন তোমার সংবাদ লই নাই। ভাবিয়াছিলাম, যদি দিন পাই, তবে দেখা করিব। আমার সে সুদিন উদয় হইয়াছে, তাই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যাকুল হইয়াছি। তো মার পিতার বাটীতে আমি পদার্পণ করিব না, বড়ই অপমানিত হইয়াছিলাম। দিনমানে দেখা করিতে আসিলে তোমার পাড়ার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কি জানি, যদি কেহ পরিহাস

করে। এই নিমিত্ত আমার মিনতি, তোমার বাড়ীর বাহিরে এক বার আমার সহিত দেখা ক'রো। সাক্ষাৎ হইলে মনের কথা বলিব, পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিব, গলা ধরিয়া কাঁদিব। ভরসা করি, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তোমাদের খিড়্‌কীর বাহিরে আসিয়া দর্শন দিবে। তোমারই—

মোহিত।

পুনশ্চ—কেহ যেন তোমার সঙ্গে না থাকে।"

এখন বলো দেখি ভাই, আমি কি না দেখা ক'রে থাক্‌তে পারি?

জোবি। না না, একি হ'লো! তোমার বাবাকে পত্র লিখে নিয়ে গেলেই তো হয়?

কিরণ। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, তিনি অভিমান করেছেন। তিনি আমার বাবাকে পত্র লিখ্‌বেন না।

জোবি। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

কিরণ। সে কি হয়? তিনি মানা করেছেন। তাঁর মানা না শুন্‌লে তিনি রাগ কর্‌বেন, অভিমান ক'রে চ'লে যাবেন। আমার প্রাণ যে কি ক'চ্চে, তা তুমি জান না! মনে হচ্চে, সূর্য্য কেন অস্ত যাচ্ছে না, কেন রাত্রি হচ্ছে না? কতক্ষণে তাঁর দেখা পাবো! জোবি, তুমি আমায় দেখা কর্‌তে মানা কচ্চ? তুমি ভিখারিণী হ'য়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে ঘুরে বেড়াও, ভিক্ষা ক'রে এনে স্বামীকে দাও, স্বামীর সঙ্গে কথা ক'য়ে স্বর্গ হাতে পাও; তুমি তোমার মন দিয়ে আমার মন বুঝ্‌ছো না? মানা ক'রো না, আমি তো মানা শুনবো না। তোমার মত যদি পথে

পথে বেড়াতে হয়, যদি ভিক্ষা ক'রে স্বামীর সেবা করতে হয়, যদি স্বামী ফিরে চান, তা হ'লে আমি রাজরাণী। তুমি আমার জন্য ভাবছো? কি ভাবছ? তুমি ভেবো না, যাও। আমার স্বামীকে বল গে, আমি আশাপথ চেয়ে খিড়কী দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো। এই মাত্র মিনতি তাঁরে জানিও, যেন আমি নিরাশ না হই, যেন তিনি আসেন, দেখা দেন। ব'লো, আমি তাঁর দাসী—জীবনে-মরণে দাসী। তিনি আমার সর্ব্বস্ব, ইষ্টদেবতা, তিনি পায়ে না ঠেলেন।

জোবি। ত্থাখ্ ভাই, যদি তুই আমার মত হ'তে পারিস্, যদি সকল ত্যাগ করতে পারিস্, যদি ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ভাসিয়ে দিতে পারিস্, যদি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারিস্, তা হ'লে রাত্রে লুকিয়ে দেখা করিস্। কিন্তু যদি ঘরে থাকতে চাস্, লোকের ঘৃণায় যদি ভয় থাকে, যদি কলঙ্ক মাথায় নিতে কাতর হোস্, তা হ'লে রাত্রে দেখা করিস্‌নে। লুকোন কাজ ভাল নয়। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই, অনেক রকম দেখতে পাই, আমি দেখেছি, লুকোন কাজ একটাও ভাল নয়। দেখিস্, যদি আমার মত হ'তে তোর ভয় না থাকে, তবে দেখা করিস্।

(গীত)

কলঙ্ক যার মাথার মণি, কোমল প্রাণে সকল সয়।
লুকোন-প্রেম তারই সাজে, ভয় থাকে যার, তার তো নয়॥
অযতনে যতন ক'রে, রাখতে পারে হৃদে ধ'রে,
ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে, আপন ভাবে মগন রয়॥
প্রেমে যে হয় দেওয়ানা, তার তো কিছু নাইকো মানা,
ভেসে গেছে যার বাসনা, সমান ভাবে বয় সময়॥

(নেপথ্যে রোদন-ধ্বনি)

কিরণ। এ কি, মা কেঁদে উঠ্‌লেন কেন ? আমার ভগ্নিপতিটী কি মারা গেল ? যাই ভাই যাই, আমি দেখি গে।

[কিরণময়ীর প্রস্থান।

জোবি। বুঝেছি—বুঝেছি। যে দিন ছুঁড়ীর বে'র শাঁক বাজা শুনেছিলুম, আমার বুক কেঁপে উঠেছিল ; আমার মনে হয়েছিল, বুঝি আর এক অবলার কপাল ভাঙ্‌লো। সত্যিই তাই। দেখেছি তো—দেখেছি তো, স্বামী বিছানায় পড়ে, সতীন-পোর গঞ্জনা, ঘরে অন্ন নাই, সবই তো দেখেছি। আজ বুঝি তার সিঁদুর ঘুচ্‌লো! আহা অবলার কপালে কি কোথাও সুখ নাই! ঘরে ঘরে দুঃখ, ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে পেটের ছেলেকে অন্ন দিতে পারে না। পোড়া বে কি বাঙ্‌লা দেশ থেকে উঠ্‌বে না! আমার প্রাণে বাজে কেন ?—কে জানে কেন! মধুসূদন! দুঃখের ভার ব'বার তোমার কি আর কেউ নাই ? তাই বাঙ্গালীর মেয়ের মাথায় সব দুঃখ চাপিয়েছ ? আহা এত দুঃখেও স্বামী থাক্‌লে সুখ, কিন্তু পোড়া যম তা শোনে না।

[জোবির প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

মুকুন্দলালের বাটীর কক্ষ।

হিরণ্ময়ী ও প্রতিবেশিনী।

প্রতি। মা, কি কর্‌বে ? তোমার বরাত! কেঁদে তো আর ফির্‌বে না।

হিরণ। মা, এ তো আমার বরাতে যা ছিল, তা হয়েছে। এখন কোথায় যাবো, কোথায় দাঁড়াবো ? মাথা গুঁজে থাক্‌বার বাড়ী নাই, ঘর নাই, অঙ্গে একখানা গয়না নাই, বাক্‌সোয় রূপোর সম্পর্ক নাই, সবই তো জানো। চিকিৎসাতেই সব গিয়েছে। আমি দশ দিক্ শূন্য দেখছি। কি কর্‌বো ?

প্রতি। কেন গো অত ভাবছো ? তোমার সতীন-পোরা রয়েছে, তারা কি তোমায় ফেল্‌তে পার্‌বে ? বাপ ছিল, চাক্‌রি বাক্‌রি করে নাই, এদিক্ ওদিক্ ক'রে বেড়াতো ; এখন চার চালের ভার মাথায় পড়্‌লো—সব ঠিক হবে।

হিরণ। মা তুমি তো চক্ষের উপর কাল দেখ্‌লে, কথায় কথায় আমায় হুম্‌কে এসে বলে, "আমাদের সব খেলি, সব নিলি।" মনে করে বুঝি আমার সিন্দুক-ভরা টাকা রয়েছে। দু'বেলা বাড়ী থেকে বিদেয় কর্‌তে আসে।

প্রতি। তা তুমি ভেবো না। তোমার ইন্দিরের মত বাপ রয়েছে, মা রয়েছে,—পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়িতে জায়গা দেবে।

হিরণ। আমার বাপের অবস্থা জান না। তাঁর চার্‌দিকে দেনায় চুল বিকিয়ে রয়েছে। বড় মেয়ে গলায় পড়েছে, ছোটটির বে দিতে পাচ্ছেন না। সেখানে আমি গিয়ে কোন্ মুখে দাঁড়াবো, তাই ভাব্‌ছি।

প্রতি। (স্বগত) এমন পোড়া কপালও পোড়ে ! (প্রকাশ্যে) তা কেঁদে কি কর্‌বে বাছা ! তোমার বাপকে খবর দিয়েছ ?

হিরণ। কলু-বউ খবর দিতে গিয়েছে।

প্রতি। তা আমি এখন আসি বাছা, দিন কি আর যাবে না ? নাও, অমন ক'রে থেকো না ; কাল থেকে পড়ে রয়েছ, একটু মুখে জল

দাও নি। চান ক'রে, সতীন-পো দু'টী আস্‌ছে, হব্বিস্থি চড়িয়ে দাও ; যত্ন ক'রে আপনার ক'রে নাও ; কি কর্‌বে! (স্বগত) আহা বাছার না জানি আরও কি কপালে আছে! (প্রকাশ্যে) তবে আসি মা!

[প্রতিবেশিনীর প্রস্থান।

হিরণ। আহা এই গরীব অনাথা, এ খবর নিতে এসেছে, কিন্তু পাড়ার কেউ উঁকি মার্‌লে না। পাড়ায় যাদের বয়াটে বলে, তারা কাঁধে ক'রে সৎকার ক'র্‌তে নিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোক কেউ উঁকি মার্‌লে না! কি কর্‌বো, কি হবে! ছ'মাসের আগাম বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে, তিন মাস হ'য়ে গিয়েছে, আর তিন মাস তো থাক্‌তে পাব। এম্‌নি পোড়ার দশা—আগাম ভাড়া না নিয়ে কেউ বাড়ী ভাড়া দিলে না। এখনো কি সতীন-পোরা বুঝবে না? দেখি, কোন রকমে যদি বনিয়ে থাক্‌তে পারি। আমি এদের রাঁধুনী বৃত্তি কর্‌বো, দাসীবৃত্তি কর্‌বো, এতেও কি দুটী খেতে দেবে না? যাই করুক, দুটো গালাগাল দেয়—দেবে, আমি বনিয়ে থাক্‌বো, ওই আস্‌ছে, মিনতি-সিনতি ক'রে দেখি!

(মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্কের প্রবেশ)

মৃগাঙ্ক। নে বেটি, আমার বাবার কি আছে, বা'র কর্‌।

হিরণ। কিছুই তো নাই বাবা।

মৃগাঙ্ক নে শশাঙ্ক, সিন্দুক ভাঙ্‌।

শশাঙ্ক তুমিও যেমন দাদা, বেটী সব বাপের বাড়ী চালান দিয়েছে। আমি পরচাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে দেখেছি। খানকতক ছেঁড়া কাপড় আছে, আর সেই পুরোণো শালখান।

হিরণ। বাবা, কেন অমন ক'চ্ছ ? কোথায় কি পাব ?

মৃগাঙ্ক। বেটী, ন্যাকামো ? বল্ বেটী, বাসনকোসন কোথায় গেল, বল্ ?

হিরণ। সেগুলি বাঁধা দিয়ে সৎকারের টাকা জোগাড় ক'রেছি।

মৃগাঙ্ক। বাক্‌স খোল্ দেখি।

হিরণ। বাবার ঠেঙে ছ'টাকা এনেছিলুম, সব খরচ হ'য়ে গেছে, তিন আনা পয়সা আছে, এই দেখ।

(হিরণ্ময়ীর বাক্‌স খুলিয়া দেখান ও মৃগাঙ্কের পয়সা তুলিয়া লওন)

শশাঙ্ক। দাদা, শোনো, এর মধ্যে বাপের বাড়ী থেকে টাকা আন্‌তে গিয়েছিলেন। তোমায় বল্‌ছি কি, বাবাকে তো আগাগোড়াই ভেড়ো করেছিলো। সব চালান দিয়েছে—সব চালান দিয়েছে।

মৃগাঙ্ক। চোর বেটী, পাজী বেটী, নচ্ছার বেটী, ডাকাত বেটী! আমাদের পথে বসিয়েছ বেটী! বেটীকে পুলিসে দেব।

শশাঙ্ক। দেখ্ বেটী, ভাল চাস্ তো আমার বাপের যা গ্যাঁড়া ক'রেছিস্, বা'র কর্, নইলে ভাল হবে না বল্‌ছি।

হিরণ। সে কি বাছা, তোমরা কি বল্‌ছ ? এ মড়ার উপর কেন খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ ? আমি যে গয়নাপাতি বেচে চিকিৎসা চালিয়েছি, আমি যে পথে বসেছি!

মৃগাঙ্ক। তবে রে বেটী, রাক্ষসী, পথে বসেছ ? বাবাকে খেয়েছ, বাড়ীখানি খেয়েছ, টাকাকড়ি সব বাপের উদরে পূরেছ, আর নাকি সুরে বল্‌ছো—'পথে বসেছি!' তা যাও—বেরোও।

হিরণ। কোথায় যাবো ?

শশাঙ্ক। আমরা কি জানি ?

মৃগাঙ্ক। যার পেট ভরিয়েছ, তার কাছে যাও। বেরোও—বেরোও—এখনি বেরোও!

হিরণ। ও মা—মা গো, কেন এ অভাগিনীকে পেটে স্থান দিয়েছিলে? দেখে যাও মা—রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি! হা পরমেশ্বর, কি হবে?

উভয়ে। বেরো—বেটী বেরো!

হিরণ। একটু সবুর করো, আমি বাবাকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি আসুন, আমি যাচ্ছি।

মৃগাঙ্ক। শশাঙ্ক, তবে খোঁজ, কোথায় কি লুকিয়েছে, বাপ এলে ব'ার কর্‌বে। খোঁজ—খোঁজ!

শশাঙ্ক। আরে দাঁড়াও না, আগে বিদেয় করো না। বেরো বেটী বেরো, নইলে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় কর্‌বো।

মৃগাঙ্ক। হুঁ হুঁ—বাপকে খবর দিয়েছো বটে! বেরোও—বেটী বেরোও, নইলে খেলি মার।

হিরণ। আচ্ছা বাছা, যাচ্ছি।

(আল্‌না হইতে পরিধেয় বস্ত্র লইতে উদ্যত)

মৃগাঙ্ক। কাপড় নিচ্ছিস্ যে? কাপড় রাখ্।

হিরণ। মা গো, একবস্ত্রে রাস্তায় দাঁড়াতে হলো!

উভয়ে। বেরোও—বেরোও—(প্রহারোদ্যোগ)

হিরণ। আর কেন বাবা—আর কেন—বেরোচ্ছি তো!

[প্রস্থান।